NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ এনকাউন্টারে হত দুই মাওবাদী

রাহুল-খাড়গের সঙ্গে সাক্ষাৎ থারুরের, জল্পনা ৭

কলকাতা ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ ১৬ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.01.2026, Vol.19, Issue No. 229, 8 Pages, Price 3.00

ভোটের আগে মার্চেই গ্রুপ সি ও ডি নিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের স্কুলগুলিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দিয়েছে নবান্ন। এর ফলে বহু প্রতীক্ষিত এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নতুন গতি পেল।

স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১ মার্চ গ্রুপ সি এবং ৮ মার্চ গ্রুপ ডি পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এক কর্তা জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার মতোই রাজ্যজুড়ে বড় পরিসরে পরীক্ষা আয়োজন করতে হবে। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর জন্য হাজারের বেশি পরীক্ষাকেন্দ্র চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, গ্রুপ সি পদে প্রায় তিন হাজার এবং গ্রুপ ডি পদে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি শূন্যপদ রয়েছে। পরীক্ষায় বসতে আবেদন করেছেন প্রায় ষোল লক্ষ পরীক্ষার্থী। কমিশনের বক্তব্য, 'স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল পরীক্ষাই আমাদের অগ্রাধিকার।' খুব শিগগিরই পরীক্ষার নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরেই লিখিত পরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে এসএসসি। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রের খবর, প্রায় দেড় হাজার পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। গ্রুপ সি লিখিত পরীক্ষা হবে ৬০ নম্বরের। আর গ্রুপ ডি লিখিত পরীক্ষা হবে ৪০ নম্বরের। স্কুল সার্ভিস কমিশন তার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন, দুপুর ১২ থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। গ্রুপ সি পরীক্ষা হবে ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট। গ্রুপ ডি-র পরীক্ষা হবে ১ ঘন্টা ২০ মিনিট। তবে, এই পরীক্ষায় 'দাগি' বা 'চিহ্নিত অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা বসতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ইতিমধ্যে কমিশনের তরফে ৩৫১২ জন 'দাগি' শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রুপ সি-এ 'দাগি' রয়েছেন ১৩৬৩ এবং গ্রুপ ডি-এ২৩৪৯ জন।

কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠকে অনুপস্থিত অনীত থাপা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পাহাড়ে কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে নিযুক্ত ইন্টারলোকিউটার পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সফর ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

শনিবার দার্জিলিঙে মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজের সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্তা, বিধায়ক নিরজ জিম্বা এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ও সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। দার্জিলিংয়ে একাধিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেও, তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসেননি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপা। তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে পাহাড়ে ইন্টারলোকিউটার পাঠানো নিছক রাজনৈতিক কৌশল। অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পাহাড় সমস্যার সমাধানে কেন্দ্র আন্তরিক। যা নিয়ে বিধানসভা ভোটের আগেই সরগরম হচ্ছে পাহাড়ের রাজনীতি।

অজিতের বিমান দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টায় মিলল ব্ল্যাকবক্স

বারামতী, ২৯ জানুয়ারি: বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল ভেঙে পড়া অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স। যে কোনও বিমানের ব্ল্যাকবক্সেই বিমানের গতিবিধি সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি এবং ককপিটের ভিতরের কথোপকথনের রেকর্ড থাকে। ফলে ব্ল্যাকবক্সের তথ্য খতিয়ে দেখে জানা যাবে, অজিতের বিমান ভেঙে পড়ার আগে ঠিক কী ঘটেছিল ককপিটে।

বুধবার সকালের ওই দুর্ঘটনার পর সন্ধ্যায় বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরোর (এএআইবি) একটি বিশেষ দল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। শুরু হয়েছে ফরেনসিক তদন্ত। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ভেঙে পড়া লিয়ারজেট-৪৫ মডেলের বিমানটির ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। সেটির মধ্যে থাকা তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, স্বচ্ছ তদন্তই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে জানাল অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, 'বারামতীর কাছে দুর্ভাগ্যজনক বিমান দুর্ঘটনার পর, প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা অবিলম্বে সক্রিয় করা হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছ এবং সময়সীমাবদ্ধ তদন্ত নিশ্চিত করা এখনও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এএআইবি, দিল্লি থেকে তিন জন আধিকারিকের একটি দল এবং ডিজিসিএ, মুম্বই আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে তিন জন আধিকারিকের একটি দল ২৮ জানুয়ারি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এএআইবির মহাপরিচালকও একই দিনে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। তদন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং দুর্ভাগ্যজনক বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করা হয়েছে। এএআইবি বিধি, ২০২৫ এর ৫ এবং ১১ নম্বর নিয়ম অনুসারে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

প্রাথমিক ভাবে অজিতের বিমানের উড়ানে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ পাওয়া যায়নি। তবে সবটা জানতে বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন। জানা গিয়েছে, ওড়ার ১০ মিনিটের মাথায় অজিতের বিমান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছয় কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে যায়। তখন তার গতি ছিল ১০৩৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বিমানটি ১০১৬ মিটার উচ্চতায় নেমে আসে। কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন পাইলট। জানিয়েছিলেন, রানওয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। বাতাসের গতিবিধি এবং দৃশ্যমানতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন পাইলট। উত্তরে তাঁকে জানানো হয়েছিল, দৃশ্যমানতা প্রায় ৩,০০০ মিটার। এর পর বিমানটিকে একবার চক্কর খাইয়ে পুনরায় অবতরণ করানোর চেষ্টা করেন পাইলট। এই সময় পাইলট জানিয়েছিলেন তিনি রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন। এটিসি থেকে ঠিক সকাল ৮টা ৪৩ মিনিটে বিমান অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে আর কোনও উত্তর মেলেনি। এর পরেই ৮টা ৪৪ মিনিট নাগাদ দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায় রানওয়েতে। দুর্ঘটনার সময়ে মাঝারি মাপের ওই চার্টার্ড বিমানটিতে এনসিপি নেতা অজিত-সহ পাঁচ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষী এবং দু'জন ছিলেন বিমানকর্মী। দুর্ঘটনায় পাঁচ জনেরই মৃত্যু হয়েছে।

অজিতকে চোখের জলে বিদায়, মুখাগ্নি দুই ছেলের

বারামতী, ২৯ জানুয়ারি: বিমান দুর্ঘটনায় অকালেই প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারকে বৃহস্পতিবার চোখে জলে বিদায় জানানো হল। অজিত পাওয়ারের ছেলে পার্থ এবং জয় বারামতীতে তাঁদের বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত প্রমুখ। অজিত পাওয়ারের স্ত্রী এবং রাজ্যসভার সাংসদ সুনেত্রা পওয়ার তাঁর স্বামীর অকালপ্রয়াণে শোকাহত। অজিতের কাকা তথা তথা এনসিপি (এসপি)-র প্রধান শরদ পাওয়ারও।

বারামতীতেই রাজনৈতিক জীবনের শুরু। বিমান দুর্ঘটনায় সেখানেই ইহজীবনের ইতি। আর বৃহস্পতিবার বেলায় সেই বারামতীতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারের। সকাল ১১টায় বারামতীর বিদ্যা প্রতিষ্ঠান মাঠে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য শুরু হয়।

বুধবার সন্ধ্যায় বারামতীর একটি

মেডিক্যাল কলেজ থেকে অজিতের মরদেহ পুণে জেলার বিদ্যা প্রতিষ্ঠান চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে এনসিপি কর্মীরা তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। তারপর অজিতের কফিনবন্দি দেহাংশ ফুলে ঢাকা শকটে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর কাটেওয়াড়ির বাড়িতে। সেখানে এনসিপি নেতাকে শ্রদ্ধা জানান পরিবারের সদস্যরা। সকাল ৯টা নাগাদ ওই শকট জিডি মদগলকর সভাগৃহের দিকে রওনা দেয়। সেখান থেকে শেষযাত্রা শুরু হয়ে শেষ হয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠান মাঠে।

প্রিয় অজিত 'দাদা'কে শেষশ্রদ্ধা জানাতে শেষযাত্রায় পা মিলিয়েছেন এনসিপির কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। ভিড় থেকে স্লোগান উঠছে, 'অজিত দাদা অমর রহে'। বুধবার সকাল ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বারামতীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিতের বিমান। লিয়ারজেট-৪৫ সংস্থার ছোট আকারের ব্যক্তিগত ওই বিমানে (প্রাইভেট জেট) আট থেকে ন'জনের বসার জায়গা ছিল। বিমানটি ভেঙে পড়ে ৮টা ৪৩ মিনিট নাগাদ, ওড়ার ঠিক ৩৩ মিনিট পর। বুধবার সকালে এই বিমান দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু হয় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার-সহ মোট পাঁচ জনের। বুধবারই মহারাষ্ট্রে তিন দিনের শোকদিবস ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীশ। বুধবার মহারাষ্ট্রের সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানও বন্ধ রাখা হয়েছিল।

অবসরের আগে সৎসাহসের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর বডিগার্ড লাইনে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি রাজীব কুমারের আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা। ৩১ জানুয়ারি অবসর গ্রহণের আগে সহকর্মীদের উপস্থিতিতে সম্মানের সঙ্গে শেষ হল তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক যাত্রার এক অধ্যায়। এদিন রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজীব। পুলিশের কর্তব্য কী, কী কী স্মরণে রাখা উচিত, পুলিশের কাছ থেকে সমাজ কী প্রত্যাশা করে, তা ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ডিজি।

রাজ্যে পুলিশের উদ্দেশে রাজীব বলেন, 'পুলিশবাহিনীর প্রথম গুণ হল সাহস। অনেক সময় আমাদের অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সেই পরিস্থিতিতে আমরা যদি সৎ সাহস দেখাতে পারি তা হলে সব চ্যালেঞ্জ নিতে পারব।' যে সাহসের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন 'ভারপ্রাপ্ত' ডিজি। তাঁর কথায়, 'রুখে দাঁড়ানো। নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা, সাহস মানে এটাই।'

তিনি বলেন, 'কথার চেয়ে কাজ বড়। ইউ আর ওয়ান অব দ্য বেস্ট পুলিশ ফোর্সেস ইন কান্ট্রি। কথা নয়, কাজ দিয়ে এটা বজায় রাখতে হয়।' রাজীবের কথায়, 'অনেক জায়গায় প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমাদের পুলিশবাহিনী যে ভাবে এই সব উৎসব নিয়ন্ত্রণ করে, তার জন্য আমরা গর্বিত।" সবশেষে তিনি জানান, পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের যতটা অবদান রয়েছে, ঠিক ততটাই অবদান রয়েছে হোমগার্ড, সিভিকদের। তাঁর কথায়, 'আমরা একটা পরিবার। আমাদের শক্তি একসঙ্গে থাকার কারণে।'

এদিন সহধর্মিণী সঞ্জিতা কুমারকে সঙ্গে নিয়ে সংবর্ধনা মঞ্চে পৌঁছন রাজীব কুমার। পুলিশের প্যারেড প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় অনুষ্ঠান। গাড়িতে করে পরিদর্শনের সময় মাইকে ঘোষণা করা হয় তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও অবদানের কথা। ১৯৮৮ ব্যাচের আইপিএস অফিসার হিসেবে একাধিক সংবেদনশীল বিভাগ সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

এক আধিকারিক বলেন, তিনি শুধু প্রশাসক নন, আধুনিক পুলিশের রূপরেখা তৈরির অন্যতম কারিগর। আর এক সিনিয়র অফিসারের মন্তব্য, কঠোরতা আর মানবিকতার ভারসাম্যই ছিল তাঁর কাজের মূল শক্তি। সম্মান, স্মৃতি আর দায়িত্ববোধের আবেশে আলিপুরে এদিন বিদায় জানানো হল এক অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিককে। অনুষ্ঠানে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষস্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ছাই লেগে রয়েছে সরকারের হাতেই: শুভেন্দু

গোডাউনের ছায়ায় মাসোহারা রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন আনন্দপুর-নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ড ঘিরে বৃহস্পতিবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আদালতের অনুমতি নিয়ে নাজিরাবাদ যাওয়ার পথে তিনি দাবি করেন, অবৈধ গোডাউন চালাতে নিয়মিত মাসোহারা যেত শাসকদলের ঘনিষ্ঠ মহলে। তাঁর কথায়, 'দেড় লক্ষ টাকায় গোডাউন ভাড়া দেওয়া হত। তার মধ্যে ৬০ হাজার টাকা প্রতি মাসে পৌঁছে যেত স্থানীয় বিধায়কের প্রতিনিধির হাতে।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় একের পর এক 'জতুগৃহ' গড়ে উঠেছে প্রশাসনের নীরব সম্মতিতে। 'লাইসেন্স নেই, ফায়ার অডিট নেই, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাও নেই, তবু ব্যবসা চলছে। দায় এড়াতে পারে না স্থানীয় থানা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব', বলেন তিনি। তিনি আরও দাবি করেন, জলাভূমি বুজিয়ে তৈরি ওই গোডাউনেই ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত। ঘটনায় বহু শ্রমিক আটকে পড়েন। 'আমাদের আশঙ্কা মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসেবে অনেক বেশি', বলেন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি, 'ঘটনাস্থল থেকে দশ কিলোমিটার দূরে থেকেও তিনি আসেননি।'

নাজিরাবাদে ১৬৩ ধারা জারি প্রসঙ্গে শুভেন্দুর অভিযোগ, 'আমাকে আটকাতেই এই ধারা। অন্য মন্ত্রীরা গেলে বাধা নেই, আমি গেলেই আইন।' হাইকোর্টের নির্দেশে নির্দিষ্ট রুটে মিছিল ও প্রতিবাদ সভার কথা জানান তিনি। আনন্দপুরের নাজিরাবাদের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘিরে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও ভয়াবহ গাফিলতি নগ্ন হয়ে গিয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, অগ্নিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই কুড়ির বেশি নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, বহু দেহ পুড়ে যাওয়ায় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে, এখনও কয়েকজন নিখোঁজ। তিনি বলেন, এই দুর্ঘটনা কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়, বরং অবৈধ গুদাম, বিপজ্জনক সামগ্রী মজুত এবং অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম না-মানার ফল। বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, এই মৃত্যুর দায় এড়ানো যাবে না। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে না যাওয়া এবং রাজ্যের দমকলমন্ত্রীর দীর্ঘ সময় পরে পৌঁছনো প্রশাসনের উদাসীনতার প্রমাণ। তিনি বলেন, রক্ত নয়, ছাই লেগে রয়েছে সরকারের হাতেই।

শুভেন্দু অধিকারী জানান, উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর তিনি এলাকায় যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই ঘটনার আশপাশে জমায়েত নিষিদ্ধ করে বিশেষ ধারা জারি করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এটা আইনশৃঙ্খলা নয়, বিরোধী কণ্ঠরোধের পরিকল্পিত চেষ্টা। তিনি আরও বলেন, মানুষের দুঃখের পাশে দাঁড়াতে গেলেই সরকার ভয় পাচ্ছে। সত্য সামনে এলে শাসকের ব্যর্থতা প্রকাশ পাবে, এই আশঙ্কাতেই গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে।

ইউজিসির নয়া নির্দেশিকায় অন্তর্বর্তী সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: ইউজিসির নতুন কিছু নিয়মকে কেন্দ্র করে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত ওই বিতর্কিত নির্দেশিকার ওপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে। শুনানি চলাকালীন আদালত বলে, 'আমরা কি ক্রমশ একটি পশ্চাৎপদ বা রক্ষণশীল সমাজের দিকে যাচ্ছি?' মামলাকারীর তরফে এ দিন সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। বিতর্ক ইউজিসি প্রমোশন অব ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস রেগুলেশনস, ২০২৬ ঘিরে। গত ১৩ জানুয়ারি এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল। আদালত জানিয়েছে, ইউজিসির এই নির্দেশিকা উচ্চশিক্ষার প্রগতিশীল কাঠামোর ওপর আঘাত আনছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সরকারকে এই নিয়মগুলো ফের খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনে নতুন করে খসড়া তৈরি করতে বলা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নতুন নিয়মগুলি স্থগিত ও ২০১২ সালের পুরনো নিয়মগুলিই কার্যকর থাকবে।

উল্লেখ্য, এই নতুন নিয়ম ইউজিসি এনেছিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই। ২০১২ সালের ইউজিসি অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন রেগুলেশন কার্যকরভাবে রূপায়ণ হচ্ছে না; এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন রাধিকা ভেমুলা এবং আবেদা সালিম তাদভি। রাধিকা ভেমুলা হলেন গবেষক রোহিত ভেমুলার মা। আর আবেদা তাদভি হলেন মুম্বইয়ের চিকিৎসক পড়ুয়া পায়েল তাদভির মা। রোহিত ও পায়েল দু'জনেই জাতিভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট ইউজিসিকে নতুন, শক্তিশালী নিয়ম তৈরির নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই ইউজিসি ২০২৬ সালের নতুন ইক্যুইটি রেগুলেশন জারি করে।

ইউজিসি ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে 'ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন (প্রোমোশন অব ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস) রেগুলেশনস, ২০২৬'। এর মাধ্যমে ২০১২ সালের জাতিভিত্তিক বৈষম্য বিরোধী নিয়ম সংশোধন করা হয়। নতুন নিয়মে 'কাস্ট-বেসড ডিসক্রিমিনেশন' বা জাতিভিত্তিক বৈষম্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন বৈষম্য হিসেবে, যা শুধুমাত্র তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) সদস্যদের বিরুদ্ধে করা হয়। অর্থাৎ সংজ্ঞার মধ্যেই সাধারণ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকরা কার্যত বাদ পড়ছেন।

এই নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈষম্য রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে হেল্পলাইন চালু করা, মনিটরিং ব্যবস্থা গঠন, নিয়মিত রিপোর্ট ইউজিসির কাছে পাঠানো ইত্যাদি। এই ব্যবস্থার দায়িত্ব সরাসরি প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উপর চাপানো হয়েছে। উপাচার্য, অধ্যক্ষদের ব্যক্তিগতভাবে নিয়ম মানার নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশিকা না মানে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। যেমন, নতুন কোর্স অনুমোদন বন্ধ করা, ইউজিসির বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া বা এমনকী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার পর্যন্ত করা হতে পারে।

নতুন নিয়মের বিরুদ্ধে মূল আপত্তি এসেছে সংজ্ঞা নিয়েই। সমালোচকদের বক্তব্য, ইউজিসি যেভাবে 'কাস্ট-বেসড ডিসক্রিমিনেশন' সংজ্ঞায়িত করেছে, তাতে সাধারণ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা পুরোপুরি সুরক্ষার বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, বৈষম্য যে কোনও দিক থেকেই হতে পারে। কিন্তু নতুন নিয়মে শুধু সংরক্ষিত শ্রেণির মানুষদেরই 'ভিকটিম' হিসেবে ধরা হচ্ছে। ফলে সাধারণ শ্রেণির কেউ যদি বৈষম্যের শিকার হন, তাহলে তাঁদের জন্য কোনও কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির পথ থাকছে না। আরও অভিযোগ, এই নিয়মে 'ভুল অভিযোগ' বা মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কোনও সুরক্ষা নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুরু থেকেই অপরাধী ধরে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হবে, যা ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Nobur Mohiuddin Khan, পিতা- Gilam Mahiuddin Khan, গত 28/01/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Nabir Mahiuddin Khan এবং Nobur Mohiuddin Khan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি Md. Moidur Sk, পিতা- Md. Hasen Sk, গত 28/01/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Md. Mohidur Sk এবং Md. Moidur Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি মুক্তি মন্ডল পিতা- মৃত উমাপদ মন্ডল সাং- হরনগর পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতোয়ালী, জেলা-নদীয়া, আমার ভোটার কার্ড নং WB-11/075/000087 ও 44 নং হরনগর মৌজায় 41 খতিয়ানে পিতার নাম উমাপদ মন্ডল পিতা- সতীশ মন্ডল 45 নং চক গোকুল নগর 15 খতিয়ান উমানাথ মন্ডল পিতা- সতীশ মন্ডল হইয়াছে। গত 7/01/2026 তারিখে (321 নং এফিডেভিট) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটের বলে উমাপদ মন্ডল ও উমানাথ মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি তরনী মন্ডল পিতা- মৃত উমাপদ মন্ডল সাং- হরনগর পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতোয়ালী, জেলা-নদীয়া, আমার ভোটার কার্ড নং DMB1481415 ও 44 নং হরনগর মৌজায় 41 খতিয়ানে পিতার নাম উমাপদ মন্ডল পিতা- সতীশ মন্ডল 45 নং চক গোকুল নগর 15 খতিয়ান উমানাথ মন্ডল পিতা- সতীশ মন্ডল হইয়াছে। গত 7/01/2026 তারিখে (323 নং এফিডেভিট) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটের বলে উমাপদ মন্ডল ও উমানাথ মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে জানুয়ারি, ১৬ই মাঘ। শুক্রবার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরীয় চন্দ্র ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(ভীম দ্বাদশী তিথি। মহাত্মা গান্ধী র শহীদ দিবস। সিদ্ধেশ্বরী কালী পূজা। আমলকি দ্বাদশী তিথি। বরাহ দ্বাদশী তিথি।)

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Anjan Kumar Mazumder S/o. Gobindo Lal Mazumder ও Anjan Kr. Majumder S/o. Lt. G. L. Majumder, Gobindo Mazumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Firoja Bibi,** W/o- Md Asraful Sk, R/o-Vill. Dayanagar, PO- Sujapur, PS- Beldanga, Dist- Msd. That in my Son's Birth certificate (being Regn. No.B/ 2025/1442392, dt- 31/12/2010) where my Son's name has been recorded as Suroj Sk. That Azrail Sk & Suroj Sk is the same and one identical person vide affidavit befor SDEM(S) Court, Berhampore, Murshidabad. dt-23/12/2025

নাম-পদবী

আমি রূপচাঁদ মন্ডল পিতা- মৃতউমাপদ মন্ডল সাং- হরনগর পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতোয়ালী, জেলা-নদীয়া, আমার ভোটার কার্ড নং WB-11/075/000391 ও 44 নং হরনগর মৌজায় 41 খতিয়ানে পিতার নাম উমাপদ মন্ডল পিতা- সতীশ মন্ডল 45 নং চক গোকুল নগর 15 খতিয়ান উমানাথ মন্ডল পিতা- সতীশ মন্ডল হইয়াছে। গত 7/01/2026 তারিখে (322 নং এফিডেভিট) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটের বলে উমাপদ মন্ডল ও উমানাথ মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

গত ২৭/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৬৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Tanuja Begum W/o. Niyamat Mallik, R/o. Gobindabati, Dasghara, Dhaniakhali, Hooghly-712402, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Jahangir Mallick-এর আধার কার্ড ও ভোটার আইডি কার্ডে এবং আমার স্বামীর বর্তমান ভোটার আইডি কার্ডেও আমার স্বামীর নাম Niyamat Ali Mallick, হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (Constituency No. 191, Part No. 46, Serial No. 176) এবং আমার স্বামীর আধার কার্ডে নাম Niyamat Mallik, S/o. Raosan Mallik হিসাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত Niyamat Mallik ও Niyamat Ali Mallick, পিতা- Raosan Mallik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

সন্ধান চাই

আমি **শ্রীমতী উমারানী মাহাত,** স্বামী- বিশ্বজিৎ মাহাত, সাং- লালগেড়িয়া, পোঃ- রঘুনাথপুর, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, আমার স্বামী বিশ্বজিৎ মাহাত, পিতা- সুজন মাহাত, সাং- লালগেড়িয়া, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর খ ড়গপুর শহরস্থ রেলওয়ে দফতরে জনৈক কর্মী ছিলেন। তিনি গত ইং ২০.০৬.২০১৭ তারিখে তাহার পৈত্রিক বাড়ী হইতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে রেলওয়ে দফতরে কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। বহু খে াঁজাখুজি করা সত্ত্বেও উক্ত বিশ্বজিৎ মাহাত এর খোঁজ না পাইয়া গত ইং ০২.০৮.২০১৭ তারিখে শালবনী থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করি। উক্ত ডাইরির নং- G.D.E No.- 78 dt. 02.08.2017। দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান না পাইয়া পুনরায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতেছি যে, উক্ত বিশ্বজিত মাহাত সম্পর্কে উপযুক্ত কোন সন্ধান থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এবং ৩০ দিনের মধ্যে জ্ঞাত করাইলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের নিকট অবগত করাইবেন। এবং তজন্যে পুরস্কৃত করা হইবে।

শ্রী উমারানী মাহাত,
স্বামী- বিশ্বজিৎ মাহাত
সাং- লালগেড়িয়া,
পোঃ- রঘুনাথপুর
থানা- শালবনী,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukumar Das S/o. Tapan Das, R/o. Mallikpur, Singur, Hooghly-712409, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Mariem Das, Mariem, Mariem Sukunar Das (Old Name) নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Saanvi Das (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছে। আমার কন্যা Saanvi Das & Mariem Das, Mariem, Mariem Sukunar Das D/o. Sukumar Das (Father) & Sathi Dey (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

NAME CHANGE

আমি, **Mamta Mondal পিতা Late Isaf Mondal**, নিবাস- P/28 পীরপুকুর রোড, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলি-700070. 2002 ভোটার লিস্টে আমার নাম আছে, **Mamtaj Khatun পিতা Esab Ali Mondal**. গত 22.01.2026 ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (9969) আমি **Mamta Mondal পিতা Isaf Mondal** এবং **Mamtaj Khatun পিতা Esab Ali Mondal** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, **Chiranjit Chakraborty** S/o Chanchal Chakraborty, R/o- 18B, East Simanta Bag, South Park, P.O.+P.S- Bansdroni, Kolkata-700070. In my Driving Licence my name is recorded as **Chironjit Chakraborty**. Vide an affidavit (13907) sworn before 1st Class Judicial Magistrate Court at Alipore dated 29.01.2026 I, **Chiranjit Chakraborty** and **Chironjit Chakraborty** is the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sk Khodabox Mondal**, পিতা- Sk Pearbox Mondal, গ্রাম- খামারডাঙ্গা, পোঃ- দশঘরা, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৪০২, আমার ভোটার কার্ডে ও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভুলবশত আমার নাম **Khodabaksa Sekh** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **Sk Khodabox Mondal**। হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত এলডি. ১ম শ্রেণীর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২৭/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা (নং- ৬৯) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Sk Khodabox Mondal** এবং **Khodabaksa Sekh** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sanoyara Begam Sekh,** স্বামী- Arif Sekh, পিতা- মৃত Anoyar Sekh, গ্রাম-বেলসোর, পোঃ- মাছখণ্ড, থানা- রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান,আমার পিতার নাম কিছু নথিপত্রে **Anoyar Sekh** হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু ভুলবশত আমার পিতার নাম তাঁর দলিলে (Deed No. I-415) **Sekh Anoyar Ali** এবং আমার মাতার মৃত্যু শংসাপত্রে (Regn No. D-2021-19-02122-000095) **Anoyar** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান স্থিত এলডি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২৮/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Anoyar Sekh, Sekh Anoyar Ali** এবং **Anoyar** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Rahim Mallick**, পিতা- Moktar Mallick, গ্রাম- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, আমার ভোটার কার্ডে ভুলবশত আমার নাম **Abdul Rahim Sekh** পিতা- **Moktar Sekh** লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **Rahim Mallick** পিতা- **Moktar Mallick**, যা আমাদের আধার কার্ডে নথিভুক্ত আছে। হুগলী জেলার চুঁচুড়া স্থিত এলডি ২য় আদালতের ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২৭/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা (নং- ৩১০৮) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Rahim Mallick** ও **Abdul Rahim Sekh** একই ব্যক্তি এবং **Moktar Mallick** ও **Moktar Sekh** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ সায়রা ওরফে সেখ সায়রা নিজাম উদ্দিন ওরফে সাহেরা বানু** পিতা মরহুম সেখ নুরুল ইসলাম, স্বামী নিজাম, সাকিম 302 Al-Madina Apartment, Dhanbhura Road Valsad, Tahasil Valsad, Kaprasa, Valsad-396001, Gujarat, মহাশয়া বিগত ইং ০৭/০২/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00031/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ আজাদ হোসেন মন্ডল**, মাতা সালেহা খাতুন, পিতা মরহুম সেখ নুরুল ইসলাম, সাকিম আমিল্যা, গঙ্গারামপুর, মান্দাড়া, ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমি সম্পত্তির অপর শরীক **সালেহা খাতুন** পিতা খোদাবক্স, মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০২/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00632/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ মনির উদ্দিন**, পিতা জামাল উদ্দিন, সাকিম উত্তর জায়ের, জায়ের, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে ৩৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা প্রসাদপুর, ৮৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৬৪৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪০৩৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১ একর ১৭ শতকের মধ্যে ০.২৮২১ অংশে ৩৩ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে সম্পত্তির অপর শরীকের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা সেখ **মনির উদ্দিন**, পিতা জামাল উদ্দিন, মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সেখ আজাদ হোসেন মন্ডল**
আমমোক্তার

AFFIDAVIT

আমি Bijay Ray, পিতা- Tapas Nath C/O-Haru Mistri ঠিকানা গ্রাম -মোল্লা, পোস্ট- মোল্লাহাট, থানা -শ্যামপুর, জেলা -হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফাস্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং (A/510 dated 27/01/2025) মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার বাবার নাম TAPAS NATH কিন্তু বর্তমানে আমার আইনী অভিভাবক Haru Mistri। আমি সর্বক্ষেত্রে Bijay Ray নামে পরিচিত হয়েছি। আমার বিভিন্ন নথিতে উল্লেখিত BijayRay C/O Haru Mistri এবং Bijay Ray পিতা Tapas Nath. আমার জন্মের প্রমাণ পত্রে থাকা Bijay Ray ও Tapas Ray ও এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

আমি Raihana khatun, পিতা- Sk Nurul Islam ঠিকানা গ্রাম ভগবানপুর, পোস্ট- মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, জেলা-হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফাস্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট মারফত ঘোষণা করছি যে আমার বাবা Sk Nurul Islam পিতা Sk Daud তথ্যটি তার আধার কার্ড vide no-8551 5698 8145, ভোটার কার্ড Vide নং- DFM 1979103. কিন্তু ভুলবশত রেশন কার্ড নং PHH 0520326180 তে Sk Narul Islam পিতা Sk Daud Ali রয়েছে। এবং আমার বাবার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে Hazra Nurul, পিতা- Daud (পার্ট নং -৩৩, সিরিয়াল নং-২৭৮) রয়েছে। আমি জানাচ্ছি যে, আমার বাবা Sk Nurul Islam পিতা Sk Daud এবং Sk Narul Islam পিতা- Sk Daud Ali এবং Hazra Nurul পিতা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
বিঃদ্রঃ-ভুল তথ্য দিলে u/s BNS তে দায়বদ্ধ থাকবো।

AFFIDAVIT

আমি Sarab Mallick, পিতা- Lt Sajet Mallick ঠিকানা গ্রাম ভগবানপুর, পোস্ট- মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, জেলা -হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং (D/2063 dt- 30/12/2025) মারফত ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Sarab Mallick যা আমার ভোটার কার্ড vide No. SLWY 2629228 তে পিতার নাম Sajet Mallick আছে এবং আমার আধার কার্ড vide no. 6276 71755705 তে আমার নাম Sorab Mallick আছে। কিন্তু আমার বাবার নাম ভোটার কার্ড নং SWB/25/172/339510 তে Mallick Majet পিতা Nemaji আছে। কিন্তু ২০০২ ভোটার লিস্টে (পার্ট নং -১১৪, সিরিয়াল নং -১৭২) আমার পিতার নাম Majet Mallick পিতা- Nemaji Mollick আছে। তাই Sarab Mallick পিতা- Sajet Mallick এবং Sorab Mallick পিতা- Sajet Mallick এবং Sarab Mallick পিতা- Lt Majet Mallick এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। এবং আমার বাবা Lt Sajet Mallick এবং Lt Majet Mallick এবং Mallick Majet এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

আমি Sk Mahattar Hossen Munshi পিতা Sk Mosaraf Hossen Munshi ঠিকানা-গ্রাম- ভগবানপুর, পোস্ট -মোল্লাহাট , থানা -শ্যামপুর, জেলা -হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফাস্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং (J/3641) মারফত dt-28/01/2025 মারফত জানাচ্ছি যে, আমার প্রকৃত নাম Sk Mahattar Hossen Munshi যা আধার কার্ড নং -৮৭০৬ ৯৫১৩৬১৫১, ভোটার কার্ড নং- WB/25/172/ 339165, রেশন কার্ড নং- RKSY1-05034836803, PAN কার্ড নং- JTEPM 1932 এবং ওবিসি সার্টিফিকেট vide no WB16020BC 20130I007 তে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ভুলবশত ২০০২ এর ভোটার লিস্টে (পার্ট নং -১১৪, সিরিয়াল নং -২০৯)তে Mahattar Munshi রয়েছে। উল্লেখ্য Sk Mahattar Hossen Munshi ও Mahattar Munshi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। এছাড়া আমার ৪ পুত্র যথাক্রমে Sk Montasir Rahaman Munshi, Sk. Mujibar Rahaman Munshi, Sk Musiar Rahaman Munshi, sk Mijanur Rahaman Munshi এবং দুই কন্যা যথাক্রমে Manuyara Khatun, Mamtaj Begum ও স্ত্রী Sk Ansura Munshi. **বিঃদ্রঃ** -ভুল তথ্য দিলে আমি u/s 229 BNS তে দায়বদ্ধ থাকবো।

CHANGE OF NAME

I, **Sahanaz Bibi,** W/O Md Jamshed, D/O. Late Brajen Mondal residing at Dakshin Fartabad, P.O.- Garia, P.S.- Narendrapur, Dist-South 24 Parganas, Kolkata - 700084, West Bengal, hereby declare that before marriage my name was **"Laxmi Mondal"**, D/O. Brajen Mondal which is recorded in my previous Voter Card Epic No.- FTQ2553667. After married with Md Jamshed on 05.06.24, I am using my name as **"Sahanaz Bibi"** which is recorded in my present Voter ID Card No. RHQ1625094, Aadhar Card Being No. 211 7007 2865, That **Sahanaz Bibi** W/o. Md Jamshed and **Laxmi Mondal** D/O. Late Brajen Mondal Is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate at Baruipur, dt. on 28.01.2026.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী রাজেশ কুমার ভগত, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৭৫০০-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর ২ আলিপুর এবং দলিল নং ৮৯৮৯-২০১১ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা- ফ্ল্যাট নং কে-৫, ৭৮, সেনহাটি কো-অপারেটিভ কলোনি, কলকাতা -৭০০০৩৪, বহনের সময়ে হারিয়ে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বারহারওয়া থানা, ঝাড়গণ্ড এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১৯/২৬ তারিখ ২২.০১.২০২৬ দায়ের করেন।
উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে বা খোঁজ পেলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিঞ্চন সাহা
অ্যাডভোকেট
টি২৪, ৪র্থতল,
১৯ নেতাজি সুভাষ রোড,
কলকাতা -৭০০০০১
মোবাইল নং : ৯৮৭৪৭৪৭৩৪৯

বিজ্ঞপ্তি

প্রতি:- ১। **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দত্ত,** পিতা -৺ বিভূতি ভূষণ দত্ত ২। **শ্রী অমর গৌতম দত্ত,** পিতা - ৺হারাধন দত্ত উভয়ের সাং- ষষ্ঠীতলা রোড, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৫।
মহাশয়,
আমার মক্কেল **শ্রী ধনঞ্জয় দত্ত,** পিতা- ৺বিভূতি ভূষণ দত্ত, সাং-ষষ্ঠীতলা রোড, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৫-এর পক্ষ হইতে আপনাদেরকে জানাইতেছি যে আমার মক্কেল তাহার থানা চুঁচুড়া, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল.নং- ২১, এল.আর. খতিয়ান নং- ১১৮/১, আর.এস. দাগ ৩১৩৫, এল.আর. দাগ ৫৪৬৭, পরিমাণ ০.০২০ একর মায় ৩৫৯.৮২ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট ৫ বৎসরের পুরাতন একতল গৃহ ১৬,০০,০০০৲ (ষোল লক্ষ) টাকায় বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ৩৮০৮/ ২০১৮ নং আপোষ বন্টননামা দলিলের ৬নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ৮ নং শর্তানুযায়ী আপনাদের অত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, যদি আপনারা আমার মক্কেলের উপরোক্ত সম্পত্তি ১৬,০০,০০০৲ (ষোল লক্ষ) টাকায় খরিদ করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার দিন হইতে এক মাসের মধ্যে আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে আমার মক্কেল বাধ্য রহিলেন। ইতি- **রঞ্জন পাল (এ্যাডভোকেট)**
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)সুরভী নন্দী** স্বামী তাপস কুমার নন্দী, **২)তাপস কুমার নন্দী** পিতা কার্ত্তিক সাধন নন্দী, উভয়ের সাকিম মণ্ডলাই, ইলছোবা-মণ্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইং ০৬/০৮/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00085/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**দিল মহাম্মদ**, পিতা মরহুম সেখ সোলেমান, সাকিম মটুকপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি. এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00266/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)নাজরানা বিবি** স্বামী সিকান্দার আলি, পিতা রামজান আলি, সাকিম ১০, রাজাবাগান, কুলীলেন, আলমবাজার, বরানগর, উঃ ২৪পরগনা - ৭০০০৩৫ ও **২)সাবানা বানো** স্বামী মরহুম মহঃ মুক্তার, সাকিম পি.জে. মিল লাইন, বাগখাল, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮, মহাশয়াদ্বয়কে ৮.২৫৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>**তপশীল**</u>- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মণ্ডলাই, ৩৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩০৪ নং খতিয়ান হইতে ১নং ক্রেতাকে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৫৭ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ১৫৮ শতকের মধ্যে ৪.৬৯ শতক, ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৩৯ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ১১ শতকের মধ্যে ১.৯১৪ শতক এবং ২নং ক্রেতাকে ৩)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৫৭ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ১৫৮ শতকের মধ্যে ১.৬৫ শতক, একুনে মোট ৮.২৫৪ শতক সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)নাজরানা বিবি** স্বামী সিকান্দার আলি, পিতা রামজান আলি ও **২)সাবানা বানো** স্বামী মরহুম মহঃ মুক্তার, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি-সেখ আজাদ হোসেন মন্ডল**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস্ সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

<u>A2Advantage Ad Agency,</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কেন্দ্রীয় অবজার্ভারের নিয়োগের তালিকায় পরিবর্তনের প্রস্তাব দিল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত তালিকায় পরিবর্তনের প্রস্তাব পাঠাল নবান্ন। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তালিকায় কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে যে ১৫ জন আইএএস অফিসারের নাম রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৯ জনের ক্ষেত্রে বিকল্প নাম পাঠানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসনিক ও দপ্তরের প্রয়োজনে ওই ৯ জন অফিসারের পরিবর্তে নতুন নাম নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে। যাঁদের বদলি চাওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের নামও রয়েছে। কমিশনের তরফে এই প্রস্তাব খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের জন্য এরাজ্য থেকে মোট ২৫ জন সিনিয়র আধিকারিককে বেছে নিয়েছে। তাঁদের মধ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা সহ ১৫ জন আইএএস এবং ১০ জন আইপিএস আধিকারিকের নাম রয়েছে। তালিকায় রয়েছেন হাওড়া ও আসানসোলের পুলিশ কমিশনারও। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ভোট আসন্ন।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অন্তত পাঁচবার আধিকারিকদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও উত্তর না মেলায় কমিশন নিজেই অবজার্ভারদের তালিকা চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করেছে।

তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি কমিশনের তরফে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ব্যাচভিত্তিক তালিকাভুক্ত সমস্ত আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ব্রিফিং বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থানে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। এই নির্দেশ কার্যকর করতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নোটিস সার্ভ করার কথাও বলা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এদিনের এই চিঠি।

অকারণে চেন টানলেই শাস্তি যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পূর্ব রেলের হাওড়া, বর্ধমান শাখায় মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি নষ্ট হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অপ্রয়োজনীয় চেন টানা। হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর জানান, চলন্ত ট্রেনে জরুরি কারণ ছাড়া চেন টানলে আইনত অপরাধ। এর ফলে একসঙ্গে ১৫০০-২০০০ সাধারণ যাত্রী ভোগান্তিতে পড়ছেন। চেন টানলে ট্রেন থামতে বাধ্য হয়, গতি কমে যায়, আর এর প্রভাব পড়ে পেছনের একাধিক ট্রেনেও।

রেলের হিসাব বলছে, হাওড়া, বর্ধমান লাইনে দৈনিক গড়ে পাঁচটি চেন টানার ঘটনা ঘটছে, যা মাসে প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি পৌঁছায়। ডিআরএম বিশাল কাপুর বলেন, এই প্রবণতা রুখতেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জরিমানা, জেল এবং অভিযুক্তদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হবে। প্রধানত দেরিতে স্টেশনে পৌঁছনো যাত্রীদের সহায়তা করতে কেউ কেউ পরিচিতদের দিয়ে চেন টানান। ফলে নিরীহ সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ে। রেল প্রশাসনও সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ডিআরএম জানান, প্ল্যাটফর্মে আরপিএফ জওয়ানরা নিয়মিত মাইক প্রচার করবেন এবং ট্রেন ছাড়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে স্টেশনে পৌঁছনোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এক যাত্রী মন্তব্য করেন, গুরুতর কারণ ছাড়া চেন টানা একেবারেই ঠিক নয়। সাধারণ যাত্রীরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রেলের বার্তা স্পষ্ট; দায়িত্বহীনতা নয়, সচেতনতা নিশ্চিত করে ট্রেন যাত্রাকে সময়মতো ও নিরাপদ রাখা সম্ভব।

বইমেলায় ডিআইজি সুখেন্দু হীরা'র বই প্রকাশ

কলকাতা: বুধবার কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতি গবেষক ও রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (নিরাপত্তা) সুখেন্দু হীরা-র ষষ্ঠ বই 'অমরনাথ যাত্রা'-র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। এদিন সেই পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন করলেন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখক কিন্নর রায়। তিনি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন। লেখক হারিয়ে যাওয়া আঞ্চলিক বা লোক সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। তিনি মাঠে, ঘাটে ঘুরে ঘুরে গ্রাম বাংলার সেই সোনালি ঐতিহ্যের সুলক সন্ধান দিয়েছেন পাঠক মহলকে। রাজ্য পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাহিত্যের সেবাও করে চলেছেন নিয়মিত। প্রথম শ্রেণির একাধিক দৈনিক সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার ধারাবাহিক শক্তিধর লেখনী ইতিমধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

শ্যাম স্টিল কোম্পানির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় হ্যাপিনেস ড্রাইভ। ২০০২ সাল থেকে শীতে বাংলার অনাথ, দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শীতবস্ত্র, বই খাতা, পেন বিতরণ করা হয়। এছাড়া আয়োজন ছিল খাওয়া-দাওয়া ও ছবি আঁকার অনুষ্ঠান।

কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল সম্প্রীতি মহাজনের প্রথম উপন্যাস 'হিজ চাইল্ডহুড সুইটহার্ট'। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই বাজিমাত এই সম্প্রীতির। বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন ২০২৫ সালের ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী রবিন বলদেউ এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী পূজা গঙ্গোপাধ্যায়। নবম শ্রেণির ছাত্রী সম্প্রীতির এই অসামান্য প্রতিভা দেখে মুগ্ধ সকলে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার

সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল, নবান্নের সামনে ধর্নায় ছাড় দিল না আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইপ্যাক সংক্রান্ত তল্লাশিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে সিঙ্গল বেঞ্চ বিজেপিকে প্রতিবাদ কর্মসূচির অনুমতি দিলেও নবান্নের সামনে নয়, নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বিকল্প স্থানে ধর্নার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশে সময়সীমা, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, মাইক ব্যবহার, মঞ্চের মাপ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হয় এবং নবান্নের সামনে কর্মসূচির অনুমতি চাওয়া হয়। শুনানির পর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে নবান্নের সামনে ধর্নার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণে

বিরোধী দলনেতার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে বলে আইনজীবী মহলে মত। এই রায়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

বিজেপির তরফে আদালতে জানানো হয়েছিল, ১৬ জানুয়ারি নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচি করার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি বলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। প্রথমে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ সেই আবেদন খারিজ করেন। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বিজেপি ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চও সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখল। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছিল, প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করার অধিকার রয়েছে ঠিকই, তবে নবান্ন একটি উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ের আওতাভুক্ত এলাকা। সেখানে কর্মসূচি করতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের যে যুক্তি, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, নবান্ন থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ধর্না দেওয়া যাবে। তবে সেই কর্মসূচির উপর একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। উস্কানিমূলক বা কোনও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। পাশাপাশি মাইক্রোফোনও ব্যবহার করা যাবে না এবং শব্দদূষণ সংক্রান্ত সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। এই নির্দেশের বিরোধিতা করে নবান্নের সামনেই ধর্নার দাবিতে ডিভিশন বেঞ্চে যান শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সেই আবেদনও খারিজ হল।

হাজার কোটির ঋণ কেলেঙ্কারি, আলিপুরে সিবিআই অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রায় হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে বৃহস্পতিবার ভোরে দক্ষিণ কলকাতায় সিবিআইয়ের তল্লাশি নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল। সকাল সাতটা নাগাদ আলিপুরের একাধিক ঠিকানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দল অভিযান শুরু করে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রের বক্তব্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে নেওয়া বিপুল অঙ্কের ঋণ কীভাবে অন্য খাতে সরানো হয়েছে, তার নথি ও ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহই এই তল্লাশির মূল উদ্দেশ্য। তদন্তকারীরা জানান, ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভুয়ো কাগজপত্র ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যবহারের প্রাথমিক ইঙ্গিত মিলেছে। প্রথমে নিউ রোডের একটি বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হলেও অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে সেখানে পাওয়া যায়নি। এরপর তদন্তকারীরা আলিপুর অ্যাভিনিউয়ের আরেকটি আবাসনে অভিযান জোরদার করেন। একই সঙ্গে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সমান্তরাল তল্লাশি চলছে বলে সিবিআইয়ের দাবি।

তদন্তে উঠে এসেছে, ২০১৪ থেকে ২০২০; এই সময়কালে দফায় দফায় বিপুল অঙ্কের ঋণ নেওয়া হয়। অভিযোগ, ব্যাংকের অর্থ পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় আঘাত করা হয়েছে। আইপিসি ও দুর্নীতি দমন আইনের ধারায় দায়ের মামলায় আগে অন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাও অনুসন্ধান চালায়। আদালতের নির্দেশে সিবিআইয়ের এই পদক্ষেপে তদন্ত নতুন মোড় নিল বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। রাষ্ট্রায়ত্ত ওই ব্যাংকটির দাবি, প্রথম দফায় একটি সংস্থার পক্ষ থেকে ৭৩০ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঋণ নেয়। পরের দফায় ২৬০ কোটি ২০ লাখ টাকা ঋণ নেয় অন্য সংস্থাটি। ধাপে ধাপে আরও বেশ কিছু টাকা লোন নেওয়া হয়। ঋণ নেওয়ার পরই চুক্তি লঙ্ঘন করতে থাকে দু'টি সংস্থা। কিস্তির টাকা সময়মতো ফেরত দেওয়া নিয়ে সমস্যা হয়।

রাজ্যজুড়ে শুরু হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার থেকে সারা রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গেল মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা। মাধ্যমিক স্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। এ দিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হয়ে চলে দুপুর ২টো পর্যন্ত। প্রথম দিনের বিষয় ছিল প্রথম ভাষা বাংলা। পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সমস্ত কেন্দ্রে কড়া নজরদারি ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য তৎপর ছিল প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষ।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসা পরীক্ষাকেন্দ্রে দেখা যায় বিশেষ উদ্যোগ। ওই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা ঝুনকা হাই মাদ্রাসা ও মুর্শিদাবাদ ইংলিশ মডেল মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের গোলাপ ফুল ও জলের বোতল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডিতে সীমাবদ্ধতার শর্তে এআই ব্যবহারকে মান্যতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি স্তরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে রাজি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, গবেষণাপত্র বা থিসিসে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। ব্যবহার কোথায় হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং মোট থিসিসে ১০ শতাংশের বেশি এআই ব্যবহারের অনুমতি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় এআই ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ সফটওয়্যার কিনেছে। যদি অনুমোদিত সীমার বাইরে এআই ব্যবহার হয়, থিসিস বাতিল করা হতে পারে। এই নীতি শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এআই ব্যবহারকে স্বীকৃতি

দিচ্ছে, কিন্তু পুরো কাজ এআই-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হলে তা অনৈতিক বিবেচিত হবে।

ফিজিক্স অধ্যাপক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিগ ডেটা বিশ্লেষণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এআই অপরিহার্য। ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র সহায়তার জন্য এআই ব্যবহার করলে সমস্যা নেই। সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা মউ দাশগুপ্ত বলেন, এআই দিয়ে লেখা থিসিসকে মানবীয় রূপ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সফটওয়্যার দরকার। জুলজির অধ্যাপিকা এনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ করেছেন, শিক্ষকরা এখনও অপরিহার্য। ছাত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার মূল্যায়ন শিক্ষকই করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে এআইকে গ্রহণযোগ্য করার প্রথম ধাপ হিসেবে ধরা হচ্ছে, যেখানে সাপ-লাঠির তুলনামূলক নীতি মেনে নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পথ তৈরি করা সম্ভব।

ঝান্ডা আর ডান্ডা তৃণমূলকে করবে ঠান্ডা: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঝান্ডা আর ডান্ডা তৃণমূলকে করবে ঠান্ডা। বৃহস্পতিবার বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় যোগ দিয়ে এমনই নয়া স্লোগান দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, তৃণমূলের কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেও যাবেন না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাগ কিংবা ঘৃণা না জন্মালে, মমতা ব্যানার্জিকে সরানো যাবে না। প্রসঙ্গত, অভিভাবকদের না জানিয়েই বুধবার সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিঙ্গুরের মানুষ মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই ওনার সভায় লোক হয়নি। সভা ভরাতে স্কুল পড়ুয়াদের বিরিয়ানি খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, চপ, মুড়ি, ঘুঘনি শিল্প এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন উনি সিঙ্গুরে গিয়ে শিল্পায়নের নাটক করছে। এসআইআর বিরোধিতা নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, এখন উনি দিল্লিতে যাচ্ছেন। কিছুদিন বাদে শুনবেন উনি বঙ্গোপসাগর কিংবা পাকিস্তানে গিয়ে আন্দোলন করবেন। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার বক্তব্য, আমার বিরুদ্ধে ২৫৬ টা মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।

থানায় ঢুকে ঢুকে নথি ছিনিয়ে আনব। মমতা ব্যানার্জি ফাইল ছিনতাই করলে সেটা অপরাধ নয়। কিন্তু আমি কিছু ছিনিয়ে নিলে সেটা অপরাধ। মমতা ব্যানার্জির জন্য আলাদা আইন। আর আমার জন্য আলাদা আইন, এটা হয় নাকি। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই। মমতার শাসনে আদালত ছাড়া কোনও বিরোধী মানুষজন সুযোগ সুবিধা পাবে না। অথচ মমতার দুধেল গাইরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। অপরদিকে বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস বলেন, তিনি আইনি জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে কাঁচরাপাড়া অঞ্চলে ঢুকতে পারেননি। অথচ তাঁর নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। সুদীপ্তের কথায়, মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ ছেলে তিনি। তা সত্ত্বেও তাঁকে কেন শাসকদল ভয় পাচ্ছেন, সেটা ওনারাই ভালো বলতে পারবেন। প্রসঙ্গত, সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর সম্পর্কে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে এদিন বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা হালিশহর লালকুঠি প্রভাত সংঘের মাঠ থেকে শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে নৈহাটির গরুরফাঁড়ি মোড়ে শেষ হয়। পরিবর্তন যাত্রা শেষে গরুরফাঁড়ি মোড়ে সভা আয়োজিত হয়। এদিন পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রায় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলা এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, বীজপুর-২ মণ্ডল সভাপতি সজল কর্মকার, বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে, সৌমদীপ মোদক, রত্নেশ্বর দাস, বিজয় কুমার পাণ্ডে, রবি শঙ্কর সিং, ধীরাজ ঝা প্রমুখ।

সীমান্তে নিরাপত্তা কঠোর করতে আদালতের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করতে আর কোনো গড়িমসি মানবে না বিচারব্যবস্থা। কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে অধিগৃহীত জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দিতে হবে এবং অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণের পুরো প্রক্রিয়া ৩১ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যেই শেষ করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রশাসনিক অজুহাত বা দেরি আর গ্রহণযোগ্য নয়; এই বার্তাই দিয়েছে আদালত।

ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যে জমি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের অর্থে অধিগৃহীত, তা হস্তান্তরে কোনও যুক্তি খাটে না। প্রক্রিয়াগত কারণ দেখিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। আদালতের মতে, সীমান্তে বেড়া নির্মাণে দেরি হলে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের ঝুঁকি বেড়ে যায়, যা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। মামলার প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে, রাজ্যের একাধিক সীমান্ত জেলায় এখনও জমি হস্তান্তর ঝুলে রয়েছে। রাজ্য পক্ষ জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশের জমি দেওয়া হবে। তবে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, শুধু আশ্বাস নয়; বাস্তব অগ্রগতি দেখতে চায় তাঁরা। আদালতের কড়া নির্দেশ, জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে জরুরি ভিত্তিতেও জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে কি না, তা কেন্দ্র ও রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। আগামী এপ্রিলেই মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রশাসনের দেরির রাজনীতি এবার যে আইনি চাপের মুখে, তা স্পষ্ট।

জনসংখ্যা বদলের নীরব স্রোত, বিপন্ন বাংলার নিরাপত্তা: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে 'নীরব জনসংখ্যাগত আগ্রাসন' চলছে; এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তর থেকে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এটা ভোটের আগে বলা কথা নয়। আশির দশক থেকেই আমরা এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লড়ছি। শমীক ভট্টাচার্য স্মরণ করান, ধর্মের ভিত্তিতেই বাংলা ও দেশ ভাগ হয়েছিল। তিনি বলেন, ১৯৪২ সালে গান্ধিজি লিখেছিলেন, স্বনিয়ন্ত্রণের দাবি মানেই বিভাজনের পথ খুলে দেওয়া। লিওনার্ড মোসলির লেখা উদ্ধৃত করে তিনি জানান, নেহরুর কথায় দেশভাগ ছিল চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশ পরিস্থিতির পর মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, নদিয়া ও হাওড়ার একাংশে উদ্বেগ বাড়ছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজারহাটের মিঠু কলোনি এখন মাসুদ কলোনি। মানুষ ঘরছাড়া। বারুইপুরের হারদাহায় রোহিঙ্গারা বসবাস করেছিল; এখন এলাকা ফাঁকা। কলকাতার গুলশান কলোনি ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ দখল নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, ১০ হাজার টাকায় রেশন কার্ড, ২০ হাজারে ভোটার কার্ড বিক্রি হচ্ছে। ব্লক ভোট তৈরির জন্যই এই কারবার। তিনি সতর্ক করেন, এটা ধর্মীয় ইস্যু নয়, জাতীয়

নিরাপত্তার প্রশ্ন। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কোনও অবস্থাতেই আপসের বিষয় হতে পারে না।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সামাজিক সম্মেলনে উপস্থিত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

পছন্দের বই বাছতে বইপ্রেমীদের ভিড়। *ছবি: অদিতি সাহা*

SKIPPER Limited

পরিচালন দক্ষতা এবং শক্তিশালী কার্যাদেশের হাত ধরে দুর্দান্ত ত্রৈমাসিক সাফল্য

৩য় ত্রৈমাসিক '২৬ হাইলাইটস

রাজস্ব ১৩,৭০৬ এমএন — ২১% ওয়াইওওয়াই সর্বকালের সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক রাজস্ব

ইবিআইটিডিএ ১,৪১৪ এমএন — ২৮% ওয়াইওওয়াই সর্বকালের সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক ইবিআইটিডিএ

পিএটি ৫০২ এমএন — ৪০% ওয়াইওওয়াই

৯ মাস '২৬ হাইলাইটস

রাজস্ব ৩৮,৮৬২ এমএন — ১৭% ওয়াইওওয়াই সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রথম ৯ মাসের রাজস্ব

ইবিআইটিডিএ মার্জিন ১০.৩% — +৫০ বিপিএস ওয়াইওওয়াই

পিএটি ১,৩৯৭ এমএন — ৩৮% ওয়াইওওয়াই (ব্যতিক্রমী দফাগুলির আগে)

অর্ডার বুক

অর্ডার বুক ৯০,০৯৩ এমএন — সর্বকালের সর্বোচ্চ ক্লোজিং অর্ডার বুক +৪২% ওয়াইওওয়াই

এইচ১'২৬ ওয়াইটিডি নতুন কার্যাদেশের প্রবাহ ৪৬,৪৯০ এমএন — +২৪% ওয়াইওওয়াই

ক্ষমতা

বর্ধিত ক্ষমতা ৩৭৫,০০০ এমটিপিএ — (অতিরিক্ত ৭৫,০০০ এমটিপিএ প্রক্রিয়াধীন)

আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট দেখতে স্ক্যান করুন

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত,
ইমেল: investor.relations@skipperlimited.com,
ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

সম্পাদকীয়

ফের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি, সরকারের ভূমিকা নতুন কিছু নয়

ঘটনার পর ৩৪ ঘন্টা গড়িয়ে গিয়েছে। এতটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত এমন কোনও তথ্য বা ক্লু মেলেনি, যার ভিত্তিতে প্রমাণ তো দূর সামান্যতম কোনও সন্দেহ তৈরি হতে পারে। ডিজিসিএ, থেকে পুলিশ, না ফরেনসিক বিভাগ, কেউই এখনও পর্যন্ত গোটা দুর্ঘটনায় অস্বাভাবিক কিছু প্রাথমিক ভাবে খুঁজে পায়নি। খোদ এনসিপি সুপ্রিমো তথা অজিত পাওয়ারের কাকা শরদ পাওয়ারও বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে নিয়েও রাজনীতি। এটাই সমস্যা। একটা নিছক দুর্ঘটনা যার বলি হতে হল অজিত পাওয়ার-সহ আরও চারজনকে। বুধবার সাত সকালে আকস্মিক এই ঘটনায় যখন গোটা দেশ শোকস্তব্ধ, তখনই নীরবতা ভাঙলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় আচমকা তিনি নাম না করে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে বসলেন। সোজাসুজি না বলে ঘুরিয়ে অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পিছনে ‘অন্য কিছু’-থাকার ইঙ্গিত করলেন। নাম না করে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর তদন্ত দাবি করলেন। এটুকু ঠিক আছে। এখানে থামলে মিটে যেত। কিন্তু এরপর তিনি বললেন,এই দেশে কারও নিরাপত্তা নেই। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর তদন্ত চাই। কারণ, অন্য এজেন্সিগুলি বিক্রি হয় যাওয়া বলেও আক্রমণ করেন। সঙ্গে তিনি আরও অভিযোগ করেন, অজিত পাওয়ার নাকি কয়েকদিনের মধ্যে বিজেপি জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার মধ্যে এই ঘটনা। এটা বলে তিনি কী বোঝাতে চাইলেন সেটা মোটামুটি সবার কাছেই স্পষ্ট। আর সমস্যাটা এখানেই। এই যে সব কিছুর মধ্যেই অন্য কিছু খোঁজার চেষ্টা, এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি। কৌশল। সবাই যখন বলছে, এক, তখন অন্য কিছু বলে নিজেকে প্রচারে সামনে রাখা। আর মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি, তিনি তো এই মাঠের পাকা খেলোয়াড়। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, নেতাই থেকে ছোট আঙারিয়া, লাশের রাজনীতি করেই মসনদে এসেছেন তিনি। এটাই তাঁর হাতিয়ার।

শব্দছক ৫৭

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. সঙ্গীতে ঢোলকজাতীয় বাজনা ৫. উচ্ছেজাতীয় আনাজ ৭. ভাতের ফ্যানকে যা বলা হয় ৮. স্বামী ৯. হসপিট্যাল-এর বঙ্গার্থ ১১. প্রত্যুষ ১২. পুষ্প ১৩. বাঁ-দিক ১৪. ছিপখান তিন — ১৬. বাইরে থেকে আসা ব্যক্তি ১৮. হজমকারক লকালো ফল ১৯. গুপ্ত প্রতিলিধি ২০. পূর্ণ ২১. হারিয়ে যাওয়া কর্তৃত্ব ভূমি

ওপর-নিচ: ১. কপটহীন ২. যার জন্য চাবি ৩. হাওয়া ৪. ভেড়া ৬. এক কুঁচের সমান ওজন ৭. মাতলামি করে যে ৯. পরাজয় ১০. অশ্বত্থজাতীয় বৃক্ষ ১১. ভ্রমরের কাব্যরূপ ১৩. ভিতরের বিপরীত ১৪. দন্ত ১৫. রাবণরাজ ১৬. কথা বা সংখ্যা ১৭. গর্ববোধকারী ১৮. ধনুকের তির ২০. পুজো পাওয়ার যোগ্য

সমাধান ৫৬ — পাশাপাশি: ১. হামলা ৩. দলপতি ৪. বকেয়া ৫. বনবিবি ৭. রদ ১০. শব ১২. ব্রতকথা ১৪. মলয় ১৫. প্রতিভাত ১৬. লাজুক

ওপর-নিচ : ১. হাহাকার ২. লাবণ্য ৩. দয়াবতী ৬. বিনাশ ৮. দলিত ৯. কথামত ১১. বকবক ১৩. কয়লা

আজকের দিন

■ **১৯৩৩ —** অ্যাডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন, যা তৃতীয় রাইখের সূচনা করে।

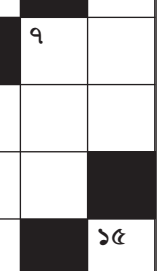

■ **১৯৪৮ —** নয়াদিল্লির যে বাড়িতে মহাত্মা গান্ধী বেড়াতে আসেন, তার বাগানে হিন্দু চরমপন্থী নাথুরাম গডসে তাকে হত্যা করে।

■ **১৯৬৯ —** লন্ডনে অ্যাপল রেকর্ডসের ছাদে বিটলস তাদের শেষ পাবলিক কনসার্ট পরিবেশন করে, এটি একটি আকস্মিক অনুষ্ঠান।

জন্মদিন

১৯৩৯ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরীর জন্মদিন।*

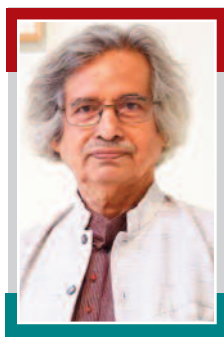

১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রকাশ জাভরেকরের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট তিরন্দাজী খেলোয়াড় লিম্বারামের জন্মদিন।*

যোগেন চৌধুরী

বাপু মানেই আবেগ, জন-স্ফুরণ এবং অহিংসার দীক্ষা

প্রদীপ মারিক

আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুদিবসে বিশেষ

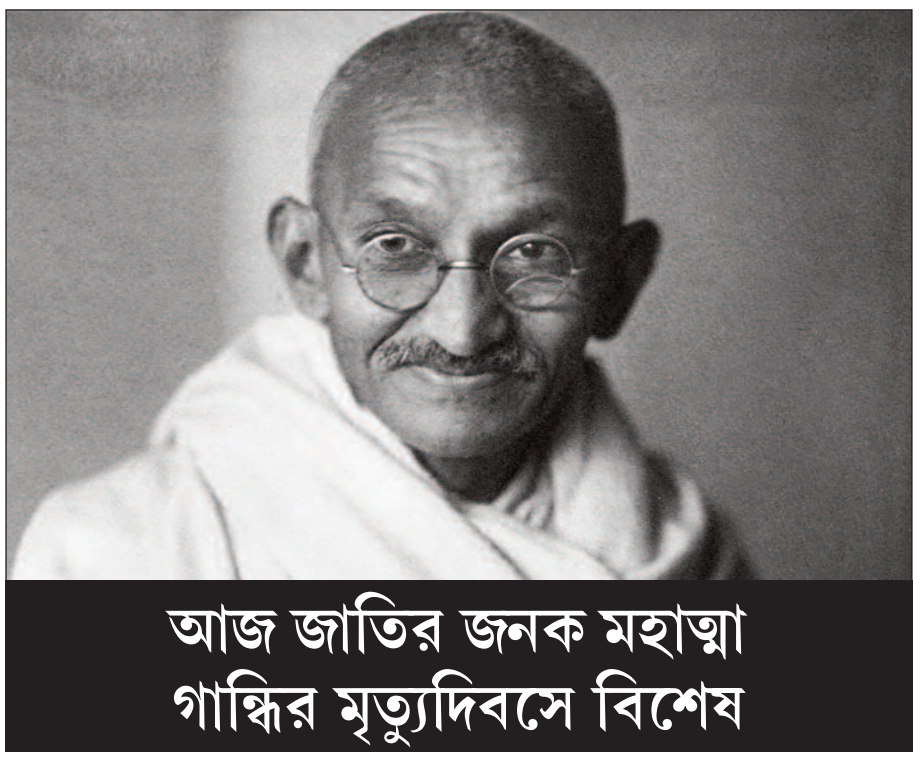

১৯৪৭ সালের ১৩ অগস্ট গান্ধীজি এসে উঠেছিলেন বেলেঘাটার ঘিঞ্জি গলির ‘গায়দরি ম্যানসন’ বাড়িতে স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে গোটা শহর তখন উত্তাল দেশভাগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত বেলেঘাটার এই পাড়ায় গান্ধীজির আসার উদ্দেশ্য ছিল সেই দাঙ্গার উত্তেজনা প্রশমন কিন্তু রক্তপাত থামাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অনশন শুরু করেন জাতির জনক তার সেই অনশনে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফেরে ৪ সেপ্টেম্বর, দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির টালমাটাল সময়ে দিল্লি থেকে কলিকাতায় বেলেঘাটার এই বাড়িতেই টানা ২৫ দিন কাটিয়েছিলেন গান্ধীজি রোজই মানুষ মারার খবর আসছে মহানগরের অলিগলি থেকে। ১৫ অগস্ট যত কাছে আসছে, সাম্প্রদায়িক অশান্তির অতলে যেন তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতা। ঠিক সেই সময়ই হাজির মহাত্মা গান্ধী। সাম্প্রদায়িক হিংসা বিধ্বস্ত নোয়াখালি যাওয়ার আগে দু’দিন কলকাতায় থাকবেন বলে মনস্থির করেছিলেন গান্ধীজি। কিন্তু এখানে এসে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মর্মাহত হন মহাত্মা। সোদপুর আশ্রমে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, আরও কয়েকদিন কলকাতাতেই থাকতে হবে। সৌহার্দের বাতাবরণ যতদিন না তৈরি হচ্ছে, ততদিন থেকে যাওয়ার পণ নিলেন গান্ধীজি। মহাত্মার এই সিদ্ধান্ত ভাবিয়ে তুলল দাঙ্গাবাজদের। দেশভাগের জল্পনা শুরু হতেই এই বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক হিংসার বীজ বপন করা হয়েছিল, তা মহীরুহের আকার ধারণ করে সাতচল্লিশের জুলাই-অগস্টের শুরু থেকে। এক দিকে দেশ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে, অন্যদিকে সেই দেশের শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে রক্তাক্ত হচ্ছে। এমন ক্ষণে মহানগরের বুকে লাঠি হাতে হেঁটে বেড়ালেন গান্ধীজি। ১০ অগস্ট গান্ধীজি ঠিক করলেন কলকাতা শহর সরেজমিনে দেখবেন। বিশেষ করে হিংসাপ্রবণ এলাকায় যাবেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেদিনই কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র সইদ মহম্মদ ওসমানের নেতৃত্বে একটি দল গান্ধীজির কাছে আসে। তাকে স্মরকলিপি দিয়ে অনুরোধ করে, তিনি যেন নোয়াখালি যাওয়ার আগে কলকাতার কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ১৯৪৭ সালের ১২ই আগস্ট, স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই গান্ধী ভবনে আসেন। ২০০ বছরের পরাধীনতার অবসানের দিন, ১৫ই আগস্ট, যখন দিল্লিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে তখন বাংলায় চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই সময় এই স্থান থেকেই গান্ধীজি সত্যাগ্রহ করেছিলেন। ১৯৪৭-এর অগস্ট মাস। সারা দেশজুড়ে চলছে স্বাধীনতার উৎসব। দিল্লিতে চলছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি কিন্তু তার মধ্যেও বিষাদের সুর! দেশভাগকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত ভারত অংশের পশ্চিম আর পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলোতে চলছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। প্রাণ বাঁচাতে কিংবা পরিবারের মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রস্তাবিত দু’দেশের দুটো সীমান্ত অংশ দিয়েই চলেছে অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের আসা-যাওয়া। এমন অবস্থায় স্বাধীনতার উৎসবে সামিল হতে পারলেন না মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বেলেঘাটার আশ্রমে সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা রাখেন গান্ধীজি। তিনি বলেন, ‘কলকাতায় এসেই স্থির করেছি নোয়াখালি যাত্রা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখব। কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কলকাতাকে স্বাভাবিক করতে সর্বতো ভাবে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। আমি সারাজীবন দুই সম্প্রদায়ের সেবা করে এসেছি। স্বাধীনতার দোরগড়ায় এসে যদি দেখতে হয়, উভয় সম্প্রদায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাহলে আত্মোৎসর্গ করা ছাড়া উপায় নেই। এই উন্মত্ততার মধ্যে বাস করতে চাই না। মুসলিম বন্ধুগণের ইচ্ছায় কলকাতায় থাকছি। তারা আশ্বাস দিয়েছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনবেন। এমতাবস্থায় যদি নোয়াখালিতে নতুন করে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে আমার জীবনের অবসান হবে।’ মন্ত্রিসভার আহ্বানে কলকাতার উত্তর ও উত্তর পূর্ব পরিদর্শন করেছিলেন, তখন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেননি অনেকে। জনতার কাছে খবর সেভাবে না পৌঁছনোয় গান্ধীজিকে চিনতেও পারেননি সেদিন অনেকে। এবার গান্ধীজির কলকাতা পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ পেতেই আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। ১০ অগস্ট কাতারে কাতারে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বেলেঘাটায় রাত থেকে জমা হতে শুরু করে। পরের দিন, সোমবার সকালে সাজো সাজো সাজো রব। মনেই হচ্ছিল না, বেলেঘাটা চত্বরে কোনও চাপনাউতর পরিস্থিতি আছে বলে। চিৎপুর রেলওয়ে ইয়ার্ড অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করে আসছে বহুদিন ধরেই।

এই দুই সম্প্রদায়ের এলাকা ঘুরে দেখেন গান্ধীজি। বিপুল মানুষের সমাগমে হিমশিম খেতে হয় মিলিটারিকে। এমনও দেখা গেল, মুসলিম এলাকায় বহু মুসলিম গান্ধীজির দর্শন পেতে গাড়ি আটকে রইলেন। তাকে সেই এলাকা থেকে ছেড়ে যেতে দিতে নারাজ তারা। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলেন গান্ধীজি। তাকে আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে, এমন অনুরোধও করতে হল তাকে। গাড়ি যখন আবার ছেড়ে সামনের দিকে এগোয়, এক ব্যক্তি দৌড় দেন পিছু পিছু। কারণ, তিনি গান্ধীজির সাক্ষাৎ পাননি। ছুটছেন সাংবাদিক, ছুটছেন নিরাপত্তা রক্ষী, ছুটছেন নেতা-মন্ত্রীরাও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও প্রফুল্ল ঘোষের গাড়িও ছুটছে। চিৎপুর থেকে পৌঁছলেন মানিকতলায় সেখানেও কিছুটা সময় কাটালেন তিনি। গান্ধীজির অপেক্ষায় কাতারে কাতারে মানুষ। শঙ্খ, উলু ধ্বনি দিলেন মহিলারা। কে হিন্দু, কে মুসলিম বোঝা দায়, শুধুই কালো মাথার ভিড়। বেলেঘাটায় হিন্দু-মুসলিম আলাদা আলাদা জায়গায় বাস করলেও, এ দিন সব একাকার। এমনও দৃশ্য দেখা গেল, হিন্দুর কাঁধে হাত রেখে এক মুসলিম যুবক ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন গান্ধীজিকে এক পলক দেখার জন্য। কয়েক দিন আগে উন্মত্ত জনতার যে সাম্প্রদায়িক হিংসার সাক্ষী ছিল এই বেলেঘাটা, সেই বেলেঘাটাই ভাসল দুই সম্প্রদায়ের সৌহার্দের জোয়ারে। হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত রেখে গান্ধীজির গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করলেন। মিলিটারির প্রহরীরা তাদের সরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বেলেঘাটার পর ঘুরলেন মুসলিম প্রধান এলাকা এন্টালি, চিংড়িঘাটা, ট্যাংরা সেখান থেকে ধর্মতলা মোড় হয়ে সার্কুলার রোড, শেষে গেলেন রাজাবাজারও। গান্ধীজির এই যাত্রার পরই অসম্প্রীতির কালো মেঘ কাটতে থাকে কলকাতায়। মঙ্গলবার মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শরণাপন্ন হন মহাত্মার। গান্ধীজি জানতেন তার এই অহিংস নীতি একটি কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষার উপরই ভারতের স্বাধীনতা-সৌধের ভিত্তিমূলের দৃঢ়তা বোঝা যাবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয় ২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ সালে গুজরাটের পোরবন্দরে। তিনি একদিকে আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী এবং লেখক যিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হয়েছিলেন। সেই হিসাবে, তিনি তার দেশের পিতা হিসাবে বিবেচিত হন। গান্ধী তার মতবাদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজির মা, পুতুলিবাই গান্ধী সম্পূর্ণরূপে ধর্মে নিমগ্ন ছিলেন। জমিজামা বা অলংকারের প্রতি তার কোন মোহ ছিল না। নিজের বাড়ি এবং মন্দিরের মধ্যে সময় ভাগ করে নিতেন, ঘন ঘন উপবাস করতেন এবং পরিবারে অসুস্থতা দেখা দিলেই দিন-রাত্রি শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলতেন। নয় বছর বয়সে, গান্ধীজি তার বাড়ির কাছে রাজকোটের স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি পাটিগণিত, ইতিহাস, গুজরাটি ভাষা এবং ভূগোলের মূল বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৭ সালের নভেম্বরে, ১৮ বছর বয়সে তিনি আহমেদাবাদের হাই স্কুল থেকে স্নাতক হন । লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি ব্যারিস্টার হন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেমন গর্জে উঠেছিলেন তেমনি সাদা চামড়ার লোকেরা যখন ভারতবাসীদের ‘নেটিভ’ বলতো তখন এই নেটিভ কথা তার মনে খুব আঘাত করতো। তিনি চুপ করে সহ্য করতেন না, প্রতিবাদ করতেন। তার প্রতিবাদের ভাষা ছিল স-হিংসা নয় অহিংসা। ইংরেজদের বুলেটের সামনেও ভারতবাসীদের নিয়ে তার আন্দোলন ছিল অহিংসা। তার এই অহিংসার ডাকেই সারা বিশ্বকে তিনি পাশে পেয়েছিলেন। ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করিয়েছিলেন।

পঞ্চাশের দোরগোড়ায় কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় এখনও পাঠককুমারকে পথ দেখানোর কপালকুণ্ডলা নেই!

স্বপনকুমার মণ্ডল

এ বছর ৪৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হয় ২২ জানুয়ারি, চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি । আগামী বছর তার পঞ্চাশ বছর পূর্তি । এ বারও সেখানে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই জাগিয়ে তোলে । বইমেলা বাঙালির মিলনের উৎসব থেকে বাঙালির স্বদেশই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, ভাবতেও মন খারাপের পদাবলি সরব হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বিপুল জনসমাগমের আয়োজনে স্বাভাবিক ভাবেই গণমাধ্যমে বইমেলাকে বাঙালির মহাকুম্ভের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে । এ তে যে বাঙালির উৎকর্ষমুখর বনেদিয়ানারই পরিচয় মেলে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । অন্যদিকে বইয়ের তীর্থযাত্রীদের মধ্যে পাঠকের সঙ্গে বইয়ের পরিচয় নিয়ে গোল বেঁধে যায় । বিশেষ করে সেখানে বইয়ের উৎসবের আলো পাঠককের শ্রীবৃদ্ধিতে কতটা সহায়ক হয়ে উঠছে, বিষয়টি আপনাতেই ভাবিয়ে তোলে। আসলে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ,কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ’---যাযাবরের ‘দৃষ্টিপাত’-এর এই বহুচর্চিত মন্তব্যটি বাঙালির আবেগপ্রবণতায় কতটা সত্য হয়ে উঠেছে,সে-বিষয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে । কেননা বিজ্ঞানের ক্রান্তিকালেও বাঙালির আবেগে যেমন টান পড়েনি, তেমনই সুযোগের খবর পেলে ছুটে যায়, হুজুগের গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে বসে । শুধু কি তাই! আজ রবীন্দ্রনাথের কথায় ‘বাজে কথা’র সাহিত্যচর্চা কিংবা প্রচলিত কথায় ‘বাজে কথা’ -এর শিল্পসাধনায় আধুনিক বিশ্বে বাঙালি জুড়ি মেলা ভার । অন্যদিকে সাধারণে অসাধারণ ব্যক্তিকে মহাপুরুষ বানিয়ে তোলা বা দেবত্বে উন্নীত করাও তার ভাঁড়ারে টান পড়ে না, বরং তা সোৎসাহে বেগবান মনে হয় । এজন্য বারো মাসে তেরো পার্বণে তার যেমন মন ভরে না, তেমনই তার বছরভর মেলাতেও আশ মেটে না । তার ফলে উৎসবকে মেলায় কিংবা মেলাকে উৎসবে পরিণত করা আবেগপ্রবণ বাঙালির ক্ষেত্রে সময়ের অপেক্ষা মাত্র । বর্তমান বিশ্বের বিশ্বায়নের নামে ব্যবসায়ানের পণ্য বিপণনের মেলাও বাঙালিকে বিপন্ন করেনি। সেদিক থেকে বাংলার বইমেলা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালির বই-উৎসব বা বই-পার্বণ হয়ে উঠেছে । কিন্তু কথাটা যেভাবে বলা হল, সেভাবে অবশ্য কার্যকরি হয়নি। কেননা তাতে মানে ফাঁক না থাকলেও মানায় ফাঁকি থেকে যায় । উৎসবের আমেজ আপামর বাঙালির আপনার প্রাণে। সেক্ষেত্রে বইমেলা আজও কতিপয় পরিশীলিত বাঙালির মনে ঠাঁই নিয়েছে । সেজন্য মাঝে মাঝে মনে হয়, মেলার আধিক্যেও বইমেলা আজও বই মেলাতে কিংবা বই মেলানোতে মিলনমেলায় পরিণত হয়নি।

পাকিস্তানের শিক্ষাসচেতনতায় বিপ্লবী কিশোরী থেকে বর্তমানে তরুণী মালালা ইউসুফজাই তাঁর ভাষণে যুদ্ধপীড়িত দেশে খাদ্যের রসদ কিংবা সমরাস্ত্রের পরিবর্তে বই তুলে দেওয়ার কথা বারেবারে দাবি তুলেছেন । সেদিক থেকে সহজেই অনুমেয়, বইয়ের বিস্তার কত জরুরি । অথচ যে-বই মনকে সচল করে তোলে, সে-বইই অচলতার শিকার হয়ে থাকে । বইমেলা নানা জায়গায় নানা ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও তা যে কতটা বইকে সচল করতে পেরেছে সেবিষয়ে সন্দেহ রয়ে যায় । কেননা ব্যবসায়িক কারণেই হোক বা অন্যকোনো কারণেই হোক অধিকাংশ মেলাই শহরকেন্দ্রিক। শুধু তাই নয়, বইমেলার লক্ষ্যও সেক্ষেত্রে শিক্ষিত পাঠকশ্রেণির উপর। সেদিক থেকে বইমেলার বুনিয়াদে কৃত্রিম আমেজ তৈরির প্রয়াস থাকলেও তার রসদে সাধারণের টানের অভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই বইমেলায় মেলার কৃত্রিম আমেজ তৈরির প্রয়াস থাকলেও তাতে মিলনমেলার বড়ই অভাব । বইমেলায় মাঠ ভরে না বলে খেদোক্তির অভাব নেই। আবার সেখানেও ‘কী কিনব’-র চেয়ে অন্য মেলার মতো কিছু একটা কেনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সেদিক থেকেও বইমেলাও সেই শিক্ষাশোভন আভিজাত্যও শিথিল হয়ে পড়ে। এপ্রসঙ্গে মার্ক টোয়েনের একটি গল্প মনে পড়ে। প্রখ্যাত লেখক বলেই শুধু নয়, বইচোর হিসাবেও তিনি চর্চিত । একদিন এক বক্তৃতাসভায় জনৈক বাগ্মী তাঁর ভাষণের সময় মার্ক টোয়েনকে অমনোযোগী দেখে উষ্মা প্রকাশ করেন। এতে সেই অমনোযোগী শ্রোতা বক্তাকে বিস্মিত করে জানান সেই বক্তব্যের সব কথাই তাঁর একটি বইয়ে লেখা রয়েছে । সত্যি সত্যিই মার্ক টোয়েন সেই বক্তাকে তাঁর সেই বইটি দেখিয়ে তা প্রমাণ করেন। আসলে সেটি ছিল একটি বড় অভিধান । বইমেলাও তদ্রূপ জীবনের একটি অভিধানবিশেষ । কিন্তু সমস্যা হল প্রয়োজন ব্যতীত কেউ অভিধানের পাতা খোলে না। ফলে জীবনের অভিধানটির অপ্রয়োজনের দ্বারটি আপনাতেই রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

মেলায় থাকে মিলনের অবসর। বইমেলাও লেখক ও পাঠকের মিলনস্থল বটে। উভয়জনের যোগসূত্র রচনা করেন প্রকাশক। কিন্তু সেভাবে ভাবলে হতাশ হতে হয় । বইমেলার বাড়বাড়ন্তে সেই পাঠকের সংখ্যা সেভাবে কি বেড়েছে? নাকি লেখক-পাঠকের ভঙ্গুর সংযোগসেতুস্বরূপ প্রকাশকের পাঠক তৈরির কোনো দায় নেই ? শুধু সেলসম্যানের মতো বইকে পণ্য করেই সে-দায় থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস ক্রমশ দীর্ঘতর হবে? তাহলে সংবেদনশীল মনে কিন্তু প্রকাশকের ব্যবসায়িক সেলসম্যানের ভাবমূর্তি আরও নিবিড় হয়ে উঠবে এবং এতে বইমেলার আসল উদ্দেশ্যই তাতে ব্যাহত হবে। ‘শিক্ষক দিবসে’-এর তাৎপর্য যেমন মাস্টারমশাইকে উপহার দেওয়ার অনুষ্ঠানে হারিয়ে যায়, তেমনই অভ্যাসবশে বইমেলার মহৎ উদ্যোগও আর পাঁচটা বাণিজ্যিক মেলার সঙ্গে একাসনে সামিল হয়ে পড়বে। আর তাতে বাঙালির আবেগপ্রণোদিত বইসংস্কৃতিতে বই-উৎসবের ঘনঘটার নেপথ্যে তার রসিক মনের সরসতা আপনাতেই বিরস হয়ে উঠবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে বইমেলার আয়োজকদের ভূমিকাও কম যায় না। কেননা বইয়ের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ রক্ষায় আয়োজকদের প্রয়াসের উপরেও বর্তায় বইকি! আসলে আধুনিক বিশ্বে বইয়ের বিচিত্র বহুবিধ বিষয়ের সুবিপুল সম্ভারের রকমারি রঙিন প্রচ্ছদপটে নবীন পাঠকের বিস্ময়ে হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে বিস্ময়ের অরণ্য থেকে মুক্তি প্রদানের দায়ও বইমেলার । অন্যদিকে ‘কোন্ বই কেন পড়ব’ এই বিষয়টিই যদি সেই পাঠকের মধ্যে দানা না বাঁধে, তাহলে তো তার পক্ষে বইয়ের অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার মানসিকতাও হারিয়ে যাবে । শুধু তাই নয়, সব ফুলের যেমন সমান আকর্ষণ থাকে না, তেমনই সে-সবে পুজোও মেলে না। সেক্ষেত্রে পাঠকভেদে পাঠযোগ্য বইয়ের চাহিদায় রকমফের বৈচিত্র বর্তমান । তৃষ্ণার্ত পথিকের যেমন সমুদ্রের লবণাক্ত জলের অতলান্ত পরিসর দেখে হতাশ হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক, তেমনই আনকোরা পাঠকের পক্ষে বইমেলায় বইয়ের অরণ্যে দিগভ্রান্ত নবকুমার সাজাটাও অস্বাভাবিক নয়। সেদিক থেকে এই লবণাক্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ তলদেশের মণিমুক্তোর হদিশের মতো (এজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাইব্রেরিকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।) বইয়ের অরণ্যে বনৌষধির সন্ধানের মাধ্যমে পাঠকের স্বাস্থ্য রক্ষা করাও জরুরি । এজন্য পথহারা পাঠকের সম্বিত ফিরিয়ে আনার জন্য বইমেলা হয়ে উঠুক অরণ্যের কপালকুণ্ডলা । তার তাতে পথহারা পাঠককুমারের মনে যেমন ‘পাঠক, তুমি পথ হারিয়েছ’র চেতাবনি সহজসাধ্য হয়ে উঠবে, তেমনই সেইসঙ্গে ‘এসো’র আমন্ত্রণে নতুন পথের দিশা রোমাঞ্চ বয়ে আনবে । সেই রোমাঞ্চের টানেই বোধ হয় বইমেলার পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ৬৪

ব্রাজিল বিশ্বের বৃহত্তম আখ উৎপাদনকারী। আখ চাষ ব্রাজিলের কৃষি অর্থনীতির একটি ভিত্তি। বিশ্বের মোট আখ উৎপাদনের ৩২.৫ শতাংশ হয় ব্রাজিলে। এর কারণ, বিশাল কৃষি জমি, অনুকূল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু, উন্নত কৃষি কৌশল এবং বৃহৎ আকারের শিল্প প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হাড়োয়ায় এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: এসআইআর আতঙ্কে ফের মৃত্যু যুবকের। শোকের ছায়া গ্রামে। শুনানির দিনেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন বাপ্পা মণ্ডল (৩৫)। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা হাড়োয়া ব্লকের গোপালপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুবনপুর গ্রামে। পরিবারের দাবি, বছর বাপ্পা মণ্ডল, স্ত্রী রুনা বিবি, বাবা ইউসুফ মণ্ডল, মা সুরাইয়া বিবি এই চার জনের নামে হিয়ারিং-এর নোটিশ এসেছিল চলতি মাসের ২৩ জানুয়ারি। কিন্তু ভয়েতে সেদিন কেউই যাননি। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারি ফের তাঁদের শুনানির দিন ছিল। দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কে ভুগছিলেন ছেলে। বাবা, মা ও স্ত্রী পরিবারের সকল সদস্যরা শুনানি পর্বে গিয়ে প্রচুর মানুষের ভিড় দেখে ঘাবড়ে যান। সেখান থেকে বাপ্পা মণ্ডল নিজের ঘরে ফিরে গলায় দাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের পরিবারের দাবি, তিনি কয়েকদিন ধরেই পরিবারের সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন উপযুক্ত নথিপত্র কী কী নিয়ে যাবে হিয়ারিং সেন্টারে সেই নিয়ে। তারা গোছগাছও করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল মণ্ডল পরিবার। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোপালপুর গ্রামে। গত কয়েকদিন আগে হাড়োয়াতে এসআইআরের মৃত্যু হয়েছিল বয়স্ক এক বৃদ্ধের। নতুন করে মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত গোপালপুর গ্রামের মানুষ। স্থান তৃণমূল নেতা কর্মীরা মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু রাজহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ পোলবার রাজহাটে। মৃতের নাম শেখ ইসমাইল (৭০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজহাট হোসনাবাদের বাসিন্দা শেখ ইসমাইল এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন। আগামী ৩০ জানুয়ারি ছিল তার শুনানি। তার পরিবারের অন্যান্যদেরও শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। শুনানি কেন্দ্রে বৃদ্ধ গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় সেখান থেকে কলকাতার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরিবার ও প্রতিবেশীদের অভিযোগ এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধের। স্থানীয়দের অভিযোগ, চুঁচুড়া বিধানসভার ২৫ নম্বর বুথ হোসনাবাদের ভোটার ছিলেন বৃদ্ধ। ওই এলাকার কয়েকশো মানুষের নামে ফর্ম সেভেন জমা পড়েছে। নাম বাদ যাওয়ার ভয়ে এলাকার সংখ্যালঘু মানুষরা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ করেছেন। সেই আন্দোলনেও ছিলেন ইসমাইলও। হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদারের বলেন, 'মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে। তাই শেখ ইসমাইলের মত মানুষদের মৃত্যু হচ্ছে।'

মুর্শিদাবাদে শুটআউট! মৃত যুব ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: রাতের অন্ধকারে সামশেরগঞ্জে এক হোটেল ব্যবসায়ী যুবককে গুলি করে খুন করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। পরপর কয়েক রাউন্ড গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা নুর মোহাম্মদ কলেজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে। পেশায় হোটেল ব্যবসায়ী ওই যুবক আগে পাথার ব্যবসা করতেন। মাস তিনেক থেকে তিনি কলেজ সংলগ্ন এলাকায় হোটেল খুলেছিলেন। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফরাক্কার এসডিপিও। এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুরনো শত্রুতার জেরেই খুন বলে প্রাথমিক অনুমান।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত হোটেল ব্যবসায়ীর নাম রাহুল বিশ্বাস (৩৪)। তাঁর বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার তারবাগান এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সঙ্গীদের দাবি, হোটেলে বসে থাকাকালীন হঠাৎ অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী ঢুলে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি বুকে ও একটি মাথায় লাগে। পুলিশের অনুমান, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকেই গুলি করা হয়েছে। গুলির শব্দ ও চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হতেই দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালায়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে জরুরি ভিত্তিতে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। যদিও জঙ্গিপুর যাওয়ার পথে রাস্তাতেই মৃত্যু হয় রাহুল বিশ্বাসের। এখনো পর্যন্ত খুনের আসল কারণ জানা যায়নি। এদিকে ঘটনার পরেই সামসেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা নূর মোহাম্মদ কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ছুটে আসেন ফরাক্কার এসডিপিও-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। খুনের নেপথ্যে কারণ খোঁজার

চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি দুষ্কৃতীর সন্ধানেও তল্লাশি শুরু হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র এলাকার ব্যবসায়ী মহলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ওই এলাকার নিরাপত্তারক্ষী সামিউল আলম বলেন, 'আমি রাতের ডিউটিতে যোগ দিয়ে ঘরে বসে মোবাইল দেখ ছিলাম। তখনই দুটো গুলির শব্দ শুনতে পাই। ছুটে যাওয়ার আগেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তাদের কাউকে দেখতে পাইনি। কজন এসেছিল জানিনা।'

পরিশ্রুত পানীয়র দাবিতে অবরোধ প্রমীলা বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে এবার গ্রামীণ এলাকার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক মহিলারা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকরা গ্রামে এই অবরোধ বিক্ষোভের ঘটনাটি ঘটে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে গ্রামের পিএইচই'র পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরেই অনিয়মিতভাবে এই পানীয় জল সরবরাহ হয়। তারপর এতদিন ধরে একটানা পানীয় জল বন্ধ। এতে করে গ্রামের মানুষদের আশেপাশের বদ্ধ জলাশয়ের জল ব্যবহার করতে হচ্ছে। অনেকের পেটের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই এদিন এলাকার গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে কলসি ও বালতি হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী অভিযোগ, বিগত দিনে পানীয় জল সরবরাহের নানান সমস্যার বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো হলেও, স্থায়ী কোনও সমাধান হয় নি। এখন এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না। ফলে কেউ পুকুরের জল দিয়ে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কেউ আবার সেই জলই পান করছেন। তাই এদিন হাতে কলসি, বালতি নিয়ে গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কংগ্রেসের বর্ষা বসাক বলেন, 'গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শুনেছি। প্রশাসনকেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। আমরা চাই দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হোক।' হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'দ্রুত যাতে ওই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান হয়, সেই ব্যাপারে পিএইচই'র সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

সড়কপথ সম্প্রসারণের কাজে বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে বৈষম্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সড়কপথ সম্প্রসারণের কাজে বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে বৈষম্যের অভিযোগ উঠল আউশগ্রামের ছোড়া কলোনি এলাকায়। অভিযোগ, সাধারণ বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের দখল করা নির্মাণ ভাঙা হলেও, স্থানীয় শাসকদলের এক প্রভাবশালী নেতার বাড়ির সামনে থাকা বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়নি। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের একাংশ। আউশগ্রাম, ইলামবাজার সড়কপথের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। পূর্ত বিভাগের অধীন ওই রাস্তার দুই ধার বাড়ানোর কাজ চলছে। সেই কারণে সরকারি জমি দখল করে তৈরি হওয়া বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে রাস্তার জায়গা খালি করা হচ্ছে। জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও বাজার চত্বরে ইতিমধ্যেই একাধিক দোকান ও স্থাপনার অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

কয়েকদিন আগে ছোড়া হাটতলা অংশে কাজ শুরু হয়। এই এলাকা অত্যন্ত ব্যস্ত বাজার এলাকা, যেখানে তিন শতাধিক দোকান রয়েছে। রাস্তার দু'পাশে বহু দোকানের একাংশ সরকারি জায়গা দখল করে তৈরি হওয়ায় সম্প্রসারণের কাজে সেগুলি সরানো হচ্ছে। কিন্তু ছোড়া হাটতলায় স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ির সামনে বেআইনি নির্মাণ না ভাঙাকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, রামনগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা স্থানীয় সঞ্চিত বিশ্বাসের বাড়ির সামনের বেআইনি অংশ ভাঙা হয়নি। প্রভাব খাটিয়ে ঠিকাদার সংস্থা ও পূর্ত বিভাগের কর্মীদের কাছ থেকে ছাড় আদায় করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এর জেরেই এদিন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এবং কাজ বন্ধ করে দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে নির্মাণ ভেঙে জায়গা খালি করা হয়েছে। অথচ প্রভাবশালী হওয়ায় একজনের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে না।'

অভিনেত্রী মিমিকে হেনস্থায় গ্রেপ্তার উদ্যোক্তা তনয় শাস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। গত ২৫ জানুয়ারি বনগাঁ পুরসভার নয়া গোপালগঞ্জ যুবক সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিমি চক্রবর্তীকে হেনস্থা ও অপমানের অভিযোগ উঠেছিল। মিমি চক্রবর্তীর অভিযোগ প্রসঙ্গে আয়োজকেরা বলেন, 'মিমি চক্রবর্তীর আসার সময় ছিল রাত সাড়ে ১০টায়। কিন্তু তিনি এসেছে ১১টা ৪৫ নাগদ। তাঁকে সম্মানের সহিত মঞ্চে তোলা হয়।' একই সঙ্গে আয়োজকেরা বলেন, তাঁদের অনুষ্ঠানের পুলিশ পারমিশন ছিল ১২ পর্যন্ত। ফলে ১২টা ১০ নাগাদ মিমি চক্রবর্তীকে অনুষ্ঠান শেষ করতে বলা হয় সম্মানের সহিত। অভিনেত্রী মিথ্যা অভিযোগ করেন বলে দাবি করেছেন আয়োজকেরা এবং আয়োজকদের আরও দাবি, 'একজন শিল্পীকে তাঁর সাম্মানিক দিয়ে আমরা এনেছিলাম, কিন্তু তার নিরাপত্তা রক্ষীরা অনুষ্ঠান কমিটির পক্ষ থেকে কোনও সম্মান জানাতে দেয়নি এবং মিমি চক্রবর্তীকে কোনরকম অপমানজনক ব্যবহার করা হয়নি। মিমি চক্রবর্তী সামাজিক মাধ্যমে যা লিখেছেন তা এই এলাকার এবং বনগাঁর অপমান।' এই ঘটনায় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর অভিযোগের ভিত্তিতে তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে স্থানীয় মানুষের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় পুলিশকে। তনয় শাস্ত্রীর আইনজীবীর বক্তব্য, 'জামিনযোগ্য ধারা থাকা সত্ত্বেও আমার মক্কেলকে নোটিশ না দিয়ে গ্রেপ্তার করা ঠিক হয়নি।'

চুঁচুড়ায় ডিআই অফিস ঘেরাও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির ডিআই অফিসে আছড়ে পড়ল বিজেপির বিক্ষোভ। সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় স্কুল পড়ুয়ারা। শিক্ষাভবন কেটে করে দেওয়া হল তৃণমূল ভবন। চুঁচুড়ায় ডিআই অফিস ঘেরাও করে তালা ভাঙার চেষ্টা। ইট দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করা হয়

কলাপসিবল গেট। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গেও ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভকারীদের। পরে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল ডিআই অফিসে ঢোকে স্মারকলিপি জমা দিতে।

তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চা নেত্রী অরূপা সামন্ত। রাজ্য সরকারের তুলোধনা করে তিনি বলেন, 'শিক্ষা তো নেই। সব জায়গায় তো তৃণমূলের দাদাগিরি চলছে। তাই শিক্ষাভবনটা কেটে দিয়ে আমরা তৃণমূল ভবন করে দিয়েছি। যেখানে স্কুল থেকে বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে জনসভা ভরাতে হয় সেখানে এই দপ্তরটা রেখে কী হবে? তৃণমূলের দালাল পুলিশ আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাই ধস্তাধস্তি হয়েছে।' প্রসঙ্গত, এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক ভিডিয়ো পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। জনপ্রিয়তা কমছে মমতার, এটা তার প্রমাণ। বলছেন মালব্য।

বামেরা ক্ষমতায় এলে সিভিকদের স্থায়ী চাকরি দেবে: শতরূপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সিভিক ভলান্টিয়ারদের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা হবে, মর্যাদা দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ এলাকার মহিলাদের উন্নয়নে লাগানো হবে' বলে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষ্মীপুর পূর্ব আটপাড়ার এক জনসভায় এসে সিপিএমের ইস্তেহার প্রকাশ করে ফেললেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। বাম সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের নাম বদলে তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে বলে তিনি এদিন অভিযোগ তোলেন। বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মত 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' প্রকল্পের টাকা বাড়ানো হবে বলেও তিনি এদিন প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও সংসদে সংখ্যার জোরে বিজেপি নোট বাতিল করেছে, লোককে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য এনআরসি করেছে, আজ এসআইআর করছে। সংখ্যার জোরে এরা কি না করেছে বলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন শতরূপ। পাশাপাশি তৃণমূলকেও তিনি আক্রমণ করেন এই প্রসঙ্গে বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য চাইলে 'সম কাজে, সম বতেন' আইন পাশ করাতে পারত কিন্তু করেনি।' এদিন বামেদের এই সভায় দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

সিটি সেন্টার চত্বরে যানজট কমাতে পার্কিং ব্যবস্থায় কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সিটি সেন্টার এলাকায় যানজট কমাতে পার্কিং ব্যবস্থায় কড়া পদক্ষেপ নিল আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (আড্ডা)। পার্কিং ফি কমানো হয়েছে এবং রাস্তার ধারে বেআইনি পার্কিং বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ বলে জানালেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্ত, ডিসি ট্রাফিক পিভিজি সতীশ পশুমার্থী, এসিপি ট্রাফিক (থ্রি) রাজকুমার মালাকার, আড্ডার সিইও-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বৈঠকে জানানো হয়, বর্তমানে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার এলাকায় দুটি বড় শপিং

মলের সংযোগকারী রাস্তায় বহু মানুষ রাস্তার দু'পাশে গাড়ি রাখছেন, যার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যা রুখতেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একাধিক পার্কিং চালু করা হয়েছে। নতুন পার্কিং ফি অনুযায়ী, তিন ঘণ্টার জন্য বাইক পার্কিংয়ে নেওয়া হবে ১০ টাকা, চারচাকার জন্য ২০ টাকা এবং সাইকেলের জন্য ৫ টাকা। অন্যদিকে, মিটিংয়ের পরই তৎপর দুর্গাপুর ট্রাফিক। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদ ও ট্রাফিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের পর প্রশাসন তৎপর হয়ে উঠেছে। দুর্গাপুর ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে সিটি সেন্টারের সত্যজিৎ রায় সরণীতে অবস্থিত বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়। এইসব জায়গায় আগত মানুষজন যেন কোনওভাবেই রাস্তার ওপর গাড়ি পার্কিং না করেন। সকলকে নির্দিষ্ট পার্কিং জোন ব্যবহার করার নির্দেশ দেন।

গোপীবল্লভপুরে তৃণমূলের প্রতিবাদ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে কেন্দ্রের ভূমিকার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের নোটাতে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে হিয়ারিংয়ের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দু'নম্বর ব্লকের নোটা হাসপাতাল মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বাংলার ভোটাধিকার রক্ষা এবং বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদিকা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, গোপীবল্লভপুর-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

স্নাতক ডিগ্রির সঙ্গেই বিনামূল্যে পেশাগত প্রশিক্ষণ

ছাত্র টানতে পতিরাম কলেজের বিশেষ জনসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রথাগত স্নাতক ডিগ্রির পাশাপাশি নিখরচায় মিলবে এসি-ফ্রিজ সারাই থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক 'এআই' (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাঠ। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি তাঁদের কর্মমুখী করে তুলতে এক অভিনব জনসংযোগ কর্মসূচির সূচনা করল পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার কলেজ প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ ক্যালেন্ডার এবং কলেজের বহুমুখী সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রচারপত্র প্রকাশের মাধ্যমে এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হলো।

কলেজ কর্তৃপক্ষের এই প্রচারপত্রে প্রথাগত পড়াশোনার সমান্তরালে বৃত্তিমূলক শিক্ষার এক বিশাল সুযোগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ স্নাতক স্তরের পঠনপাঠন চলাকালীনই একজন শিক্ষার্থী যাতে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্য একগুচ্ছ কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে এসি, ফ্রিজ ও সোলার প্যানেল মেরামতের মতো কারিগরি কাজ, তেমনই আধুনিক যুগের চাহিদা মেনে কম্পিউটার ও

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'এআই' বিষয়ক বিশেষ ট্রেনিংয়ের সুবিধা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সমস্ত উচ্চমানের প্রশিক্ষণই শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় এবং হাতে-কলমে শেখানোর ব্যবস্থা করেছে কলেজ। বৃত্তিমূলক শিক্ষার এই পরিধি কেবল প্রযুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গ্রামীণ ও শহরতলির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মাশরুম চাষ, কেক তৈরি, উন্নত মানের সেলাই বা টেলারিং এবং পেশাদার মেকআপ আর্টের মতো সৃজনশীল কোর্সগুলোকেও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কলেজের এই নতুন দিশা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি পড়াশোনা চলাকালীনই উপার্জনের রাস্তা প্রশস্ত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কলেজের যোগাযোগ আরও নিবিড় করতে এই প্রচারপত্র ও ক্যালেন্ডার আগামী দিনে এলাকার প্রতিটি সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়া হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মৃণাল সরকার বলেন, 'পতিরাম এলাকায় কোনও কলেজের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দ্বারে পৌঁছানোর এমন উদ্যোগ এই প্রথম। কলেজের পরিকাঠামো ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জনমানসে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।' কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সন্তু চক্রবর্তী জানান, 'অনেকেই কলেজের এই আধুনিক ও বিনামূল্যে প্রদান করা কোর্সগুলো সম্পর্কে অবগত নন। এই প্রচারের ফলে যেমন কলেজে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির আগ্রহ বাড়বে, তেমনই বর্তমান পড়ুয়ারাও নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে বাড়তি সুবিধা পাবে।' কলেজের এই আধুনিক চিন্তাভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলার শিক্ষানুরাগী মহল।

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির নোটিশ জারির বিজ্ঞাপন

(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) সংস্থান অধীনে)

১. এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ তৎসহ পঠিত ধারা ৩৭৪(বি) সংস্থান অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট সময় থেকে পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে **'গুডউইন এস্টেট'**, এক অংশীদারি সংস্থা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে লিমিটেড শেয়ার দ্বারা কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :
ক) নিজস্ব বা লিজ সম্পত্তির রিয়েল এস্টেট কার্যাবলির ব্যবসা, ক্রয়, বিক্রয়, অধিগ্রহণ, ডেভেলপিং, নির্মাণ, প্রমোটিং, ম্যানেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ, লিজ, ভাড়া বা অন্যভাবে লেনদেন জমি, ভবন, স্থাবর সম্পত্তি এবং রিয়েল এস্টেট প্রোজেক্ট সকল ধরনের, বসবাসের, বাণিজ্যিক বা শিল্প সম্পর্কিত।
খ) ডেভেলপ, প্রমোট, অপারেট, মেনটেন, ভাড়া দেওয়া এবং ম্যানেজ রিয়েল এস্টেট প্রোজেক্ট এবং সম্পত্তি, বসবাসের কমপ্লেক্স, বাণিজ্যিক অফিস, শপিং মল, ওয়ারহাউস, কোল্ড স্টোরেজ, হোটেল, গেস্ট হাউস এবং অন্যান্য সিভিল নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সম্পর্কিত এবং তাৎক্ষণিক কার্যাবলি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি অফিস ঠিকানা আর্যব পার্ক, ৬ষ্ঠ তল, ৫৪এ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত দেখা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

গুডউইন এস্টেট এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ৩০.০১.২০২৬ **হর্ষ কুমার জৈন**
স্থান : কলকাতা (অংশীদার)

বড়কুলবেড়িয়া পল্লিমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
গ্রাম + পোষ্ট ঃ বড়কুলবেড়িয়া, থানাঃ- কালিগঞ্জ, জেলাঃ- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫০
রেজি নং- 522N dated 29/03/1963
নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় A.R.C.S. নদীয়া তথা Returning Officer-এর আদেশনামা ২০৪৫ তাং- ০৮/১২/২০২৫ অনুসারে আমরা নিম্নস্বাক্ষরিত দুজন বড়কুলবেড়িয়া পল্লিমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর A.R.O-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত সমবায় সমিতির সকল বৈধ সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে অদ্য ১৬/০১/২০২৬ তারিখে সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভোটার তালিকা দৈনিক সংবাদ পত্র ও নিম্নলিখিত স্থানে টাঙ্গানো হইয়াছে। উক্ত ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ তথ্যের উপরে সংযোজন, সংশোধন বিয়োজন বিষয়ে কাহারও কোন দাবি অথবা আপত্তি থাকিলে লিখিতভাবে আগামী ৩০/০১/২০২৬ তারিখের মধ্যে সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার বাবু শ্রী উত্তম কুমার দাস মহাশয়ের কাছে লিখিতভাবে জমা দিতে হইবে। তাহার উপরে আগামী ০৪/০২/২০২৬ তারিখে বেলা ১২ টার সময়ে সমিতর অফিসে শুনানী হইবে। শুনানীর সময়ে আবেদনকারীকে তার বক্তব্য সম্পর্কে প্রমাণাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানীর পরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। নির্বাচন সম্পর্কে সমস্ত বিজ্ঞাপন সমিতির নোটিস বোর্ডে টাঙ্গানো হইবে। এব্যাপারে কোনো ওজর আপত্তি মঞ্জুর হইবে না।

শ্রী মলিন চৌধুরী (C.I.)
A.R.O.
বড়কুলবেড়িয়া পল্লিমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী (C.D.O.) A.R.O
বড়কুলবেড়িয়া পল্লিমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI এসবিআই, আরবিও- III বিধাননগর, (১৪৮৭০)
জেডও - বিধাননগর
১/১৬, ভিআইপি রোড, সিআইটি স্কিম- VII M কলকাতা - ৭০০০৫৪

শাখা প্রেমিসেস স্থানান্তর

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আমাদের **এসবিআই বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা** (০৩০৭১) বর্তমানে **১, বি টি রোড, চিড়িয়ামোড়, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০** থেকে আরও সুবিধাজনক এবং অধিক স্থান বিশিষ্ট স্থানে **২৩.০২.২০২৬** থেকে স্থানান্তর করছি।
নতুন ঠিকানা : ইস্টার্ন সিটি প্লাজা, ১৯(১৩/১), এস এন ব্যানার্জি রোড, চিড়িয়ামোড়, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০১২০।
পুরানো ঠিকানা : ১, বি টি রোড, চিড়িয়ামোড়, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২০
বিস্তারিত জানতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন : **মো : ৯৬৭৪৭১৩৫০৪।**

তারিখ : ৩০.০১.২০২৬ **স্বা/- রিজিওনাল ম্যানেজার**
স্থান : কলকাতা **এসবিআই, আরবিও-৩, বিধাননগর।**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
যোধপুর পার্ক শাখা
৫০৫, যোধপুর পার্ক
কলকাতা - ৭০০০৬৮

নোটিশ

বিষয় : হারিয়ে যাওয়া হস্তান্তর মূল দলিল নং : ১-৭৫৬৮/১৭, দলিল নং ১৬০৫০৭৫৬৮-২০১৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -আলিপুর, কলকাতা। মূল হস্তান্তর দলিল ধ্রুব চাঁদ সরদার পিতা শ্রী মহাদেব চন্দ্র সরদার এর নামে।

এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, মূল স্বত্ব দলিল **শ্রী ধ্রুব চাঁদ সরদার এর নামে (PAN No. ANNPS0097H) পিতা শ্রী মহাদেব চন্দ্র সরদার** নিবাস ২৫, গোবিন্দপুর রোড,থানা লেক, পো লেক গার্ডেনস, কলকাতা, পিন - ৭০০০৪৫, ব্যাঙ্ক এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেক থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য নং ১১০৭ তারিখ ২২.১২.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/উক্ত স্বত্ব (মূল) হারিয়ে যাওয়া দলিলের সার্টিফায়েড কপি সহ সমপরিমাণ বন্ধক হিসেবে রেখিত, যার বিস্তারিত নিম্নরূপ :

হারিয়ে যাওয়া দলিলের বিস্তারিত : হস্তান্তর দলিল নং **আই-৭৫৬৮/১৭,** দলিল নং **১৬০৫০৭৫৬৮-২০১৭** সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -আলিপুর,কলকাতা।

সম্পত্তির বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫, সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৯৩ বর্গফুট কমবেশি, ৪র্থতল, পূর্ব দিকে, জি-৩ তলা ভবনে পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪, গোবিন্দপুর রোড,কলকাতা- ৭০০০৪৫, ওয়ার্ড নং ৯৩, থানা লেক, সাব রেজি অফিস - আলিপুর, পরগনা- খাসপুর, মৌজা - গোবিন্দপুর, জেএল নং ৩৮, আরএস নং ৯, তৌজি নং ২৩০ এবং ২৩৪, সিএস খতিয়ান নং ৪৬, অংশ সিএস প্লট নং ১১৪,জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

স্থান : কলকাতা **স্বা/- সিনিয়র ম্যানেজার**
তারিখ : ২৯.০১.২০২৬ **যোধপুর পার্ক শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ফর্ম জি
ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড -এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতায় ফ্যাব্রিকেশন ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনায় নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

নং	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AABCU8262G CIN: U29253WB2011PTC168820
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	নবনগর স্ট্রিট নাঙ্গি পারবাংলা বাটানগর, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	কোনও কার্যকরি ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	ফ্যাক্টরি ঠিকানা - ৭৭ মল্লিকপুর রোড, দক্ষিণ রায়পুর নয়নান রোড, ডঙ্গারিয়া ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের নিকট, পো এবং থানা - নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩৩১৮, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	কাস্টিং ফাউন্ড্রি - ২০০ টন/মাস ইনডাকশন ফারনেস - ১ টন
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নিরীক্ষিত আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ অনুযায়ী বিক্রি নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই (দেউলিয়া শুরুর তারিখ অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	https://drive.google.com/drive/folders/ 1i4 P33eQTYR 1OUEdwni3 Bqag 20T9evn7?usp=sharing
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	https://drive.google.com/drive/folders/ 1i4 P33eQTYR 1OUEdwni3 Bqag 20T9evn7?usp=sharing
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১ মার্চ ২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৬ মার্চ ২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৬ এপ্রিল ২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশন আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**united.cirp@gmail.com**
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	স্মল (এমএসএমই পোর্টাল অনুযায়ী)

নীরজ আগরওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার, আইপি রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00130/2017-2018/10272
এএফএ নং AA1/10272/02/311226/108940 এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
নথিভুক্ত ঠিকানা - ম্যাট্রিক্স টাওয়ার, ডিএন-২৪, ৫ম তল, রুম নং ৪০৭
তারিখ : ৩০.০১.২০২৬ সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১
স্থান : কলকাতা **ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
বারসাসে অ্যাপারেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	বারসাসে অ্যাপারেলস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৩.০৮.২০১৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U17291WB2014PTC203055
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	[illegible]
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২.০১.২০২৬ (২১.০১.২০২৬ তারিখে ইমেল মারফত [illegible])
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৭.০৭.২০২৬
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রচনা ঝুনঝুনওয়ালা IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707
৯.	বোর্ডে নিবন্ধীকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিক্স ওয়েস্টেন, ৯ ওয়েলেসলি স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, [illegible] ইমেল : egress.rac@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিক্স ওয়েস্টেন, ৯ ওয়েলেসলি স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, [illegible] ইমেল : cirp.varsace@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১২.০২.২০২৬
১২.	[illegible]	প্রযোজ্য নয়
১৩.	[illegible]	১. প্রযোজ্য নয় ২. প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সংশ্লিষ্ট ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্য অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) Web link:https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

[illegible]

রচনা ঝুনঝুনওয়ালা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
তারিখ : ৩০.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
প্রসেস ইমেল আইডি : cirp.varsace@gmail.com

উঃ ২৪ পরগনায় কল্পতরু মমতা

বাংলার বাড়ির দ্বিতীয় ফেজে ৫৯,৯৭৩ জন উপভোক্তা পেলেন ৩৫৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: আনন্দ অশ্রুতে বাংলার বাড়ি গ্রহণ করলেন উপভোক্তারা। জেলার গ্রামীণ এলাকা জুড়ে বিশেষত সুন্দরবন এলাকার মানুষের মুখে এবার চওড়া হাসি। এই হাসির কৃতিত্বের একমাত্র কারিগরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আবারও সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রমাণ দিলেন, তিনি যা বলেন তা করে দেখান। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ ক্ষেত্রের মানুষের জন্যও তিনি ছিলেন কল্পতরু। এই জেলায় বাংলার বাড়ির জন্য প্রথম ফেজে ৮১,৯৮১ জন উপভোক্তা পেয়েছিলেন ৯৮৪ কোটি টাকা। আর এদিন দ্বিতীয় ফেজে ৫৯,৯৭৩ উপভোক্তারা পেলেন ৩৫৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। আর এই টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টে ঢুকতেই আনন্দ অশ্রুতে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর্শীবাদ, দোয়া জানালেন প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রতিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘর হারানো সুন্দরবনবাসীরা সবথেকে বেশি উপকৃত হলেন বলেই তাঁদের দাবি। শুধু তাই নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে এদিন জেলায় ৪৫২টি পাট্টা ৬৯৩ জন উপভোক্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। যার মধ্যে আছে ৩৯৯টি এলআরও, ৫৩টি আরআর পাট্টা ছিল। জেলায় এদিনের মূল অনুষ্ঠানটি হয় জেলাসদর বারাসতের রবীন্দ্র ভবনে। উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,

সহ-সভাধিপতি বীনা মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী, বিধায়ক রফিকুর রহমান, রহিমা মণ্ডল, জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এছাড়াও জেলার এসডিও ও বিডিও অফিসগুলি থেকেও উপভোক্তাদের হাতে বাংলার বাড়ি, পাট্টা ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়। জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'কেন্দ্রের লাগাতার আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন। তিনি যা বলেন, তাই করে দেখান, বাংলার বাড়ি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রামীণ ক্ষেত্রের লাগাতার উন্নয়ন করে মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ফেরাতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কাজ করে চলেছেন।

অ্যাম্বুল্যান্স বিক্রির অভিযোগ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে অ্যাম্বুল্যান্স চুরি করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূলের কর্মীরাই। জেলাশাসক থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরেও কোনও সুরাহা না পাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত পাটলিখানপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সেলিম মোল্লা ওরফে পিণ্টু আস্ত একটি অ্যাম্বুল্যান্স চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে। জেলাশাসক থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূলেরই কর্মীরা। অভিযোগকারীদের দাবি, তৎকালীন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম চকপাটলি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্স দিয়েছিলেন। সেই অ্যাম্বুল্যান্সে করে সন্তান সম্ভাব্য মায়েদের ও মুমূর্ষ রোগীদের একেবারে অল্প খরচের মাধ্যমে বসিরহাট জেলা হাসপাতাল-সহ কলকাতার বড় বড় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো। এর ফলে এলাকার বাসিন্দারা দারুনভাবে উপকৃত হতেন। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সটি বছরখানেক আগে খারাপ হয়ে যায়। অভিযোগ, ওই অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা মিজানুরের কাছ থেকে নিয়ে নেন এই তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পিন্টু মোল্লা। প্রথমে ওই তৃণমূল নেতা গাড়ি থেকে যন্ত্রাংশগুলো আস্তে আস্তে বিক্রি করে দেন। তারপর গাড়িটিকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ। গাড়িটিকে যখন ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়, সেই সময়ের ভিডিও-সহ ঘটনার বিবরণ জানিয়ে এলাকার বাসিন্দারা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। লিখিত অভিযোগ জানানোর পরেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অভিযোগকারীদের দাবি, অবিলম্বে এই এলাকায় একটি অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হোক। অ্যাম্বুল্যান্স না থাকার ফলে এলাকার রোগীরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছে। অন্যদিকে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই অঞ্চল সভাপতি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গোটা ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

ইতিহাসের মাটিতে রেলের হুইসেল!

খানাকুলে সার্ভে নিয়ে সবুজ সংকেত রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমা জুড়ে এখন আনন্দের আবহ। বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে বাস্তবের পথে হাঁটতে চলেছে খানাকুল ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত ও প্রথম রেলযাত্রী রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। আরামবাগ ও খানাকুলের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিল ভারত সরকারের রেল দপ্তর। ইস্টার্ন রেলের অধীনে প্রস্তাবিত এই নতুন রেললাইন প্রকল্পের জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে করার অনুমোদন মিলেছে, যা এলাকার মানুষের কাছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। রেল বোর্ডের তরফে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬-এ জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রায় ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রস্তাবিত রেলপথের সমীক্ষা খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১ লক্ষ টাকা। এই সমীক্ষার ভিত্তিতেই তৈরি হবে ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট, যার উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের চূড়ান্ত অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সমীক্ষার ব্যয় ভারতীয় রেলের নির্দিষ্ট বাজেট থেকেই মেটানো হবে এবং রেলমন্ত্রকের অর্থ দপ্তরের সম্মতিক্রমেই এই অনুমোদন মিলেছে। খুব শীঘ্রই পুরশুড়ার হল স্টেশন ও খানাকুল এলাকায় সমীক্ষার কাজ শুরু হতে পারে। এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ও খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। দু'জনেই দিল্লিতে গিয়ে ভারতের রেলমন্ত্রীর হাতে লিখিত আবেদনপত্র তুলে দেন। বিমান ঘোষ বলেন, 'এটা শুধু একটি রেললাইন নয়, এটা আরামবাগ মহকুমার মানুষের

দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের প্রথম ধাপ।' খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য, 'রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি আজও রেল বঞ্চিত ছিল। এই রেলপথ খানাকুলের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।' তবে এই সাফল্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল রাজ্য সেক্রেটারি স্বপন নন্দী সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন, 'এই প্রকল্পের ভাবনাপ্রসূত কৃতিত্ব তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর আমলেই এই রেল সংযোগের বীজ রোপণ হয়েছিল।' রাজনৈতিক কৃতিত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও খানাকুলবাসীর মনে আজ অন্য ছবি। গঙ্গা, দামোদরের পলিমাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষ শুনতে চাইছে রেলের হুইসেল। সেই হুইসেলের সুরে মিশে আছে ইতিহাসের গর্ব, উন্নয়নের আশা আর আগামী প্রজন্মের স্বপ্ন। খানাকুলের পথে রেল আসা মানে শুধু যাতায়াতের সুবিধা নয়, এ যেন সময়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এক নতুন যাত্রা।

দাঁড়িয়ে থাকা বাসে ধাক্কা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু খনি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক খনি কর্মীর। মৃতের নাম সজন ঘোষ (৩২)। বুধবার রাতে ঘটনাটি হরিপুর উখড়া রোডের কেন্দা এরিয়া কমপ্লেক্স এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সজন ঘোষ পাণ্ডবেশ্বরের সোনপুর গ্রামের বাসিন্দা। খনি শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন ইসিএলের কেন্দা এরিয়া অফিসে। বুধবার রাতে এগারোটা নাগাদ তিনি নিজে চার চাকা গাড়ি চালিয়ে হরিপুরের দিক থেকে উখড়ার দিকে আসছিলেন। কেন্দা এরিয়া কমপ্লেক্সের উল্টোদিকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যুরিস্ট বাসে সজোরে ধাক্কা মারেন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সম্ভবত মদ্যপ অবস্থায় দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি উদ্ধার করে পাঠানো হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে।

হাওড়ায় সন্তানদের সুস্থতা কামনায় ভীম আরাধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার মাঘী একাদশী। অর্থাৎ ভীম একাদশী। এদিন মায়েরা মহাভারতের বলীয়ান চরিত্র ভীমের আরাধনা করেন সন্তানের সুস্থতা কামনায়। হাওড়ার সবচেয়ে বড় (অর্থাৎ ৪০ ফুট) ভিম ও স্থায়ী ভিম মন্দিরকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা গিয়েছে। হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের প্রান্তিক এলাকা রাধাপুরে ১৩২ বছর ধরে চলছে ভিমের আরাধনা। এখানে জরাসন্ধকে দুই পা চিরে বধ করছেন ভিম কৃষ্ণের নির্দেশে। রূপনারায়ণ নদের তীরের এই গ্রামের মানুষের আবেগ এতটাই যে বিশালাকার স্থায়ী ভিমের মূর্তি তৈরি হয়েছে। শুধু তাই

নয়, পাল্লা দিয়ে তৈরি হয়েছে মন্দিরও। সারা বছর ধরেই এখানে পুজো পান বলীয়ান ভিম। প্রতিদিন মানুষ আসেন পুজো দিতে। পুরো তত্ত্বাবধান করেন স্থানীয় বন কুসুম ক্লাব। সম্পাদক সৌমিত্র ভৌমিক জানান, 'মানুষের আবেগকে ভর করে এখানে কয়েকদিন মেলা পরিচালনাও করতে হয়। তবে ভিমের গলায় বিশালাকার বাতাসার মালা, টাকার মালা শোভা পায় প্রতি বছর। আর ভিম মেলার জন্য সাদা বাতাসার চাহিদা থাকে তুঙ্গে।'

লরির ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে এক হৃদয়বিদারক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল অষ্টম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্র। মৃতের নাম মৃন্ময় মজুমদার। সে আরামবাগ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ঘটনাটি ঘটে আরামবাগের বাসুদেবপুর মোড়ে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকালে মৃন্ময় আরামবাগের বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে বাসুদেবপুর মোড় থেকে গৌরহাটি মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি লরি সিগন্যাল ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মৃন্ময়ের সাইকেলে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় সে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তাকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীনই সব প্রচেষ্টা ব্যার্থ করে মৃত্যু হয় মৃন্ময়ের। মৃন্ময়ের বাবা আরামবাগের একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করেন। তাঁদের আদি বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। একমাত্র ছেলের এমন অকাল মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তার পরিবার। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় ও বিদ্যালয়ের সভাপতি প্রদ্বীপ সিংহ রায়। তাঁরা জানান, মৃন্ময় ছিল ভদ্র, মেধাবী ও সকলের প্রিয় ছাত্র।

মুখে কালো কাপড় বেঁধে এসআইআরের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম দিন থেকে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির ওপর লাগাতার ঝাঁঝালো আক্রমণ করে গেছে আউশগ্রাম ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ আব্দুল লালন। এবার সেই ব্লক সভাপতি লালন-কে এসআইআরের নোটিশ। এদিন তারই প্রতিবাদে সাদা জামা, প্যান্ট, জুতো ছেড়ে কালো পাঞ্জাবি পরে, মুখে কালো কাপড় বেঁধে বৃহস্পতিবার এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন লালন বাবু। তাঁকে এই পোশাকে দেখে প্রথমে এক প্রকার হতচকিত হয়ে পড়েন শুনানি কেন্দ্রে আসা মানুষজন। এদিন অমরপুর পঞ্চায়েত অফিসে শুনানি কেন্দ্রে সমস্ত কাগজ ফাইল বন্দি করে অফিসারদের হাতে তুলে দেন তিনি। লালন জানান, তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যের শুনানির নোটিস আসেনি, একমাত্র তাঁরই এসেছে। হয়তো তিনি তৃণমূল কংগ্রেস করেন বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাঁকে হেনস্থা করার জন্যই এই শুনানির নোটিস দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলেই তাঁর এই অভিনব প্রতিবাদ বলে জানাল তিনি।

মোবাইল কিনে না দেওয়ায় আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মায়ের কাছে মোবাইল কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করেছিল ছেলে। মা বলেছিলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার পর মোবাইল কিনে দেওয়া হবে। আর এই হল অপরাধ। মায়ের উপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় ছেলে। মৃত ওই ছাত্রের নাম গণেশ দত্ত। তার বাড়ি পূর্বস্থলীর নবপল্লী এলাকায়। সে পারুলিয়া কুলোকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ত। আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা। মৃতের দাদা জানিয়েছেন, মোবাইল কিনে দেওয়াকে কেন্দ্র করে অভিমান থেকেই এই ঘটনা। এই ধরণের ঘটনা ঘটবে কেউ কিছুই বুঝতে পারে নি। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ছাত্রের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, "উইন্ডসোর হাইটস" ২৭৭ উত্তর কুমড়োখালি, ইএম বাইপাস
কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল - sbi.16286@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী স্নেহাশীষ দাস** পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, **শ্রীমতি চন্দনা দাস** স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস **ঠিকানা ১)** পি-৪০, প্রগতি এভিনিউ, রায়নগর, (প্রগতি সংঘ ক্লাবের নিকট, পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **ঠিকানা ২.** ফ্ল্যাট নং টি২, চারতলা, ব্লক জে, "মা অ্যাপার্টমেন্ট", প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর,পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **ঠিকানা ৩ :** ফ্ল্যাট নং টি১, চারতলা, ব্লক জে, "মা অ্যাপার্টমেন্ট", প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর,পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **এ/সি নং ৪৩০৭১৭৩৭৬৯৯(এইচবিএল), ৪৩০৭১৭৭১৩৯১ (সুরক্ষা), ৪৩১০১২২৬৭৮৬ (টপ আপ), ৪৩০৭১৯৪৯০১৪(এইচবিএল), ৪৩০৭১৯৮৭৮৬৬ (সুরক্ষা), ৪৩০১০১৪১৩০৩৯ (টপ আপ) ।** **শাখা : এসবিআই টালিগঞ্জ শাখা, ব্রা.কোড (০১৭১৯)।**	**তপশিল সি** **অংশ -১** **অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা :** অনুগ্রহ করে উল্লেখ্য সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন, চলতি সম্পদ, মজুত, মজুত লেনদেনে, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি নথিতে উল্লিখিত মতে **(তপশিল বি)** **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি২, লিফট সুবিধা সহ চারতলায় (দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিম দিকে) পরিমাপ আনুমানিক ৯৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ৩০.১২.২০২৫ এনপিএ তারিখ ১৭.১২.২০২৫	এ/সি নং ৪৩০৭১৭৩৭৬৯৯ (এইচবিএল) ৪৩০৭১৭৭১৩৯১ (সুরক্ষা) ৪৩১০১২২৬৭৮৬ (টপ আপ) ৪৩০৭১৯৪৯০১৪ (এইচবিএল) ৪৩০৭১৯৮৭৮৬৬ (সুরক্ষা) ৪৩০১০১৪১৩০৩৯ (টপ আপ) **৯৬,৯২,৬৪৮.০০ টাকা** (ছিয়ানব্বই লাখ বিরানব্বই হাজার ছশো আটচল্লিশ টাকা) ৩০.১২.২০২৫ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম,এক কিচেন,এক ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক বারান্দা, মার্বেল মেঝে, একতলা এবং তিনতলা ভবন নাম পরিচিত মা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক জে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। অতিরিক্ত এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগতদখলের অধিকার **সহ । সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে :** তাপস নস্কর এর জমি। **পূর্বে :** হরপ্রসাদ দত্ত এর জমি। **পশ্চিমে** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিলের বিস্তারিত :** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২৩ পৃষ্ঠা ৬০৯৭২ এথেকে ৬১০০০, দলিল নং ১৬০৫০১৭০০-২০২৩ সালের, এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রী স্নেহাশীষ দাস পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস,২. শ্রীমতি চন্দনা দাস স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস।**

২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি১, লিফট সুবিধা সহ চারতলায় (উত্তর পূর্ব পশ্চিম) দিকে পরিমাপ আনুমানিক ৯৮৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি দুই বেড রুম,এক কিচেন,এক ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট , এক বারান্দা, মার্বেল মেঝে, একতলা এবং তিনতলা ভবন নাম পরিচিত মা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক জে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,। অতিরিক্ত এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগতদখলের অধিকার সহ । **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে :** তাপস নস্কর এর জমি। **পূর্বে :** হরপ্রসাদ দত্ত এর জমি। **পশ্চিমে** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিলের বিস্তারিত :** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২৩ পৃষ্ঠা ৬০৯৪৪ এথেকে ৬০৯৭১, দলিল নং ১৬০৫০১৬৯৯-২০২৩ সালের, এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রী স্নেহাশীষ দাস পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, ২. শ্রীমতি চন্দনা দাস স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস।**

২.	**শ্রী অভিষেক দাস** পিতা রামকৃষ্ণ দাস, **শ্রীমতি প্রীতি দাস** স্বামী রামকৃষ্ণ দাস, **ঠিকানা ১ :** ৪/৬৪এ, বিদ্যাসাগর কলোনি, ৩য়তল, পো : নাকতলা, কলকাতা -৭০০০৪৭। **ঠিকানা ২ :** আনন্দলোক, ফ্ল্যাট নং ৪, ২য় তল, পো নাকতলা, কলকাতা -৭০০০৪৭। **ঠিকানা ৩ :** ৬/১, বৈষ্ণবঘাটা বাই লেন, প্রেমিসেস নং ১৯/১/৬ দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড এর নিকট, পো: নাকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৭। **এ/সি নং ৪০০৯৮২৬২৩৭৪ (এইচবিএস) এবং ৪০৯৮৩১৪৯৩৬(সুরক্ষা), এবং ৪০০৯৮২৬২৩৭৪ (টপ আপ)** **শাখা : এসবিআই পূর্ব পুটিয়ারি শাখা, ব্রা.কোড (০৬৫২৮)।**	**তপশিল সি** **অংশ ১** **দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ ফ্ল্যাট/ভবন/জমি।** **অংশ ২** **স্বত্বদলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪, দক্ষিণ পূর্ব দিকে আপার দোতলায় মোজাইক মেঝে পরিমাপ আনুমানিক ৬৬৭ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক কিচেন,এক বারান্দা, সম্পত্তির যথায়ত ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ একতলার ওপর দুই তলা ভবনে, প্রেমিসেস নং ১৯/১/৬, ডি পি পি রোড,পো নাকতলা,থানা যাদবপুর,	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৩.০১.২০২৬ এনপিএ তারিখ ২৯.১২.২০২৫	এ/সি নং ৪০০৯৮২৬২৩৭৪ (এইচবিএল) এবং ৪০৯৮৩১৪৯৩৬ (সুরক্ষা) এবং ৪০০৯৮২৬২৩৭৪ (টপ আপ) **৩০,৩৫,৩২০.০০ টাকা** (তিরিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ কুড়ি টাকা) ০৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

বর্তমানে নেতাজি নগর, কলকাতা- ৭০০০৪৭, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০০ অধিক্ষেত্রে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে প্রেমিসেস নং ১৯/১/২, দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড। **দক্ষিণে :**১৮ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **পূর্বে :** শ্রীমতি বীণাপানি বাসুর জমি। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ১৯/৫ দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড। **দলিলের বিস্তারিত :** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা ১৫৯৩৯৭ থেকে ১৫৯৪২৯, দলিল নং ১৬০২০৩৫৫৯-২০২১ সালের, ডিএসআর -২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
স্বত্বাধিকারী : অভিষেক দাস পিতা রামকৃষ্ণ দাস এবং শ্রীমতি প্রীতি দাস স্বামী রামকৃষ্ণ দাস।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ৩০.০১.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AGI GREENPAC

Scan the QR code to access the financial results

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং নয়মাসের অনিরীক্ষিত সংবদ্ধ এবং স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফল এর প্রতিবেদন

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ড এবং অডিট কমিটির বুধবার ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সুপারিশ এর ভিত্তিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ (ফিনান্সিয়াল রেজাল্ট) তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয়মাসের কোম্পানির (সংবদ্ধ এবং স্ট্যান্ডালোন) অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদিত হয়েছে।

২০১৫ সালের (সংশোধিত মতে) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৪৭ অনুযায়ী উক্ত আর্থিক ফলাফল বর্তমানে কুইক রেসপন্স কোড (কিউআর কোড) অধীনে উপলব্ধ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.agigreenpac.com প্রকাশিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.nseindia.com তেও উপলব্ধ।

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২৮. জানুয়ারি ২০২৬

সন্দীপ সোমানি
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০০৫৩৫৯৭

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
রেজি. অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২৪৮৭৪০৭/৫৬৬৮
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com CIN: L51433WB1960PLC024539

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সল্টলেক শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সল্টলেক শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২২,২৬,৯৯৯.০০ টাকা (বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ১৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **তনয় সাহা (ঋণগ্রহীতা)** বাসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭ এসএইচকেবি সরণি, জপুর, কলকাতা - ৭০০০২৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **১. তনয় সাহা (ঋণগ্রহীতা)** বসু নিকেতন, এফ২, ৫মতল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি, জপুর, কলকাতা - ৭০০০২৪। **২. তনয় সাহা (সহ ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা)** বসু নিকেতন, এফ২, ৫মতল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি, জপুর, কলকাতা - ৭০০০২৪। **৩. নিলয় সাহা (জামিনদাতা),** বসু নিকেতন, এফ২, ৫মতল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি, জপুর, কলকাতা - ৭০০০২৪। **৪. তনিমা সাহা (বন্ধকদাতা)** বসু নিকেতন, এফ২, ৫মতল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি, জপুর, কলকাতা - ৭০০০২৪। **খ) সল্ট লেক শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ৫মতল, (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) পরিমাপ ৭৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ কমবেশি অবস্থিত মৌজা - কালিদহ, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জমিনদারি খতিয়ান নং ২৪৩, প্রজা খতিয়ান নং ২৭০, এসএইচকেবি সরণি (পূর্বতন ১/১এ/২২, জপুর রোড, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, থানা দমদম, এডিএসআরও- কাশীপুর, দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৮ ফুট চওড়া রোড। দক্ষিণে : দিলীপ বসু এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। পূর্বে : ১৮ ফুট চওড়া রোড। পশ্চিমে : বাণী কুমার বোস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	**২২,২৬,৯৯৯.০০ টাকা (বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ১৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৫,৬১,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লাখ একষট্টি হাজার টাকা) খ) **১,৫৬,১০০.০০ টাকা** (এক লাখ ছাপান্ন হাজার একশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB6442290771A** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০২.২০২৬ থেকে ১৭.০২.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০২.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তথাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৮.০১.২০২৬/স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সত্য প্রকাশ্যে আসা উচিত, অজিতের বিমান দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত

নোংরা রাজনীতি করছেন মমতা, তোপ গিরিরাজের

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি: মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত বললেন, সত্য প্রকাশ্যে আসা উচিত। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেন, 'আমদাবাদে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কী ঘটেছে? তদন্ত শুরু হয়েছে, কিন্তু কিছু কি প্রকাশ্যে এসেছে? এত চার্টার্ড বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে, এত মানুষ মারা গেছেন। সত্য আমাদের কাছে, জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা উচিত।' সঞ্জয় রাউত বলেন, 'মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মতো একজন উচ্চপদস্থ নেতা, একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। গতকাল, তিনি একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। শুধু মহারাষ্ট্র নয়, পুরো দেশ হতবাক। এটা কী ভাবে ঘটল? কী

কারিগরি ত্রুটি ছিল? এটা প্রকাশ্যে আসা উচিত। যদি বিমানে কোনও কারিগরি ত্রুটি থাকে, র‍্যাডার সিস্টেমে কোনও সমস্যা থাকে, অথবা বিমানবন্দরে কোনও কিছু থাকে, তা হলে কী হবে? শোকবার্তা পাঠিয়ে কী অর্জন করা হবে? যদি দুর্ঘটনাটি কারিগরি সমস্যার কারণে ঘটে থাকে, তা হলে আমাদের সকলের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা উচিত।'

অন্য দিকে, বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যু নিয়ে করা মন্তব্যের জেরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর কথায়, বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত পওয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবি জানান। তিনি অভিযোগ করেন, অন্য সব সংস্থা পুরোপুরি আপসকামিতায় জড়িয়ে পড়েছে। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের মৃত্যু নিয়ে বক্তব্য পেশ করে বিতর্কে জড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে গিরিরাজ বৃহস্পতিবার বলেন, অজিত পওয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা দেশ শোকাহত। শরদ পাওয়ার নিজেই বলেছেন, এটি একটি দুর্ঘটনা এবং এটি নিয়ে কোনও রাজনীতি করা উচিত নয়, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটি নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন।

২৭টি ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের দরজা খুলে দিল মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি। এই চুক্তিকে ভারতের 'বৃহত্তম বাণিজ্যচুক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীকে আরও এক বার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, গোটা বিশ্ব এই চুক্তিকে 'সব চুক্তির জননী' বলে বর্ণনা করছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েনও এই চুক্তির প্রশংসা করেছেন।

ভারতের গণতন্ত্র ও জনসংখ্যা এখন বিশ্বের কাছে বড় আশা: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: ভারতের গণতন্ত্র ও জনসংখ্যা এখন বিশ্বের কাছে বড় আশা, বৃহস্পতিবার বাজেট অধিবেশনের শুরুতে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের এই মন্দিরের মাধ্যমে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের সামর্থ্য, গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে সম্মান করার বার্তা পাঠানোর এটি একটি সুযোগ। বিশ্ব তা স্বাগত জানায় এবং গ্রহণ করে। এখন দেশ এগিয়ে চলেছে। এটি বাধা দেওয়ার সময় নয়। এটি সমাধানের সময়। এখন অগ্রাধিকার বাধা নয়, বরং সমাধান।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি সমস্ত সাংসদদের কাছে অনুরোধ করছি, আসুন আমরা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের যুগকে ত্বরান্বিত করি এবং শক্তিশালী করি। এমনকি সহকর্মীদেরও আমাদের অপছন্দ করার মনোভাব রয়েছে, যা গণতন্ত্রে স্বাভাবিক এবং অন্য সবাই বলে যে এই সরকার শেষ মাইল বিতরণের ওপর জোর দিয়েছে। আমরা কেবল ফাইলগুলিতে নয়, বরং জীবনে প্রকল্পগুলি আনার চেষ্টা করি। 'রিফর্মস এক্সপ্রেসে' পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'বাজেটের দিকে দেশের মনোযোগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু, এই সরকারের পরিচয় হলো সংস্কার, কর্মক্ষমতা এবং রূপান্তর।'

ময়দান

ময়দানে জমজমাট সূচনা এনসিসি ইন্টার অফিস ক্রিকেট লিগের

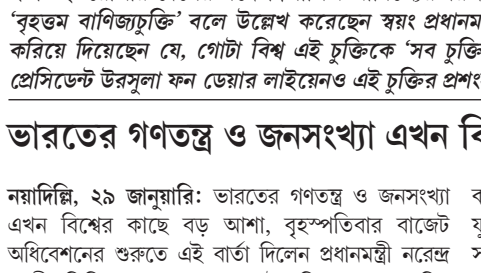

বৃহস্পতিবার থেকে ময়দানে ব্যাটে-বলের লড়াইয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন হয়ে গেল 'এনসিসি ইন্টার অফিস ক্রিকেট লিগ কাম নকআউট টুর্নামেন্ট ২০২৬' এর । উদ্বোধনী দিনে দুটি ভিন্ন মাঠে দুটি পৃথক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একদিকে মুখোমুখি হয় এজি বেঙ্গল বনাম ইস্টার্ন রেলওয়ে ডিএসএ এবং অপর ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ডব্লিউবিএসইবি বনাম কোল ইন্ডিয়া। এদিন টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বসেছিল চাঁদের হাট । উপস্থিত ছিলেন সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের ক্রিকেট সচিব প্রণব ভট্টাচার্য, সিএবির অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক এবং ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়ার কর্ণধার শান্তনু মিত্র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ১৬টি দলকে মোট চারটি গ্রুপে ভাগ করে এই টুর্নামেন্ট পরিচালিত হবে।অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতের ওপর জোর দেন। তাঁদের মতে, ক্রিকেটারদের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরিতে এই ধরণের অফিস লিগ টুর্নামেন্টের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি পেশাদারিত্বের আঙিনায় নিজেদের মেলে ধরার এটি একটি বড় সুযোগ বলে মনে করছেন আয়োজক ও ক্রিকেট মহল।

'মনে হচ্ছিল আর কি হবে খেলা চালিয়ে'! অবসরের কারণ জানালেন যুবরাজ সিং

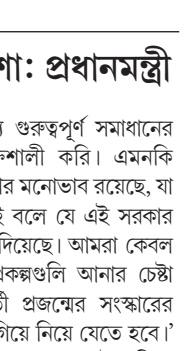

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৯ বিশ্বকাপের সময়েই কার্যত ব্যাট-প্যাড তুলে রেখেছিলেন যুবরাজ সিং। আনুষ্ঠানিক অবসর ঘোষণা তার আগেই এলেও, সেই বিশ্বকাপ তাঁকে আবার আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছিল। ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পরদিনই যুবরাজ জানিয়েছিলেন, 'ক্রিকেট, তোমায় আজকে ছুটি দিলাম।' তখন অনেকেই মনে করেছিলেন, বিশ্বকাপের দলে জায়গা না-পাওয়ার হতাশাতেই তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু সাত বছর পরে সেই সিদ্ধান্তের নেপথ্যের আসল কারণ নিজেই স্পষ্ট করলেন ভারতের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনার। প্রাক্তন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সঙ্গে একটি পডকাস্টে যুবরাজ অকপটে স্বীকার করেছেন, তিনি আর ক্রিকেট উপভোগ করছিলেন না। তাঁর কথায়, 'যখন আমি আর আনন্দ পাচ্ছিলাম না, তখন খেলে যাওয়ার মানে কী?' দীর্ঘ কেরিয়ারে দেশের হয়ে সব কিছু অর্জন করার পরও শেষের দিকে মানসিক ও শারীরিক চাপ তাঁকে ভেতর থেকে ভেঙে দিচ্ছিল। সমর্থকদের সমর্থন ধীরে ধীরে কমছিল, আগের মতো শ্রদ্ধাও তিনি আর পাচ্ছিলেন না। একজন ক্রিকেটারের কাছে এই অনুভূতি যে কতটা যন্ত্রণার, তা যুবরাজের কথাতেই স্পষ্ট।

TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 14/15TH FC/TIED/2025-26,** Last date of submission **07.02.2026 up to 4p.m.** Technical bid opening date **09.02.2026,** visit **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat.

TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, Palashipara Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palashipara, Nadia. NIET NO. 11/15th **CFC/PPGP/ 2025-26 (Tied),** Last date of submission **10.02.2026 up to 6p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan, Palashipara Gram Panchayat.

Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited By the undersigned as Decision on Aurtho-o-Parikalpana Meeting Dated 21.01.26 From the Reputed As Well As Bonafied Contractor under Sangra Gram Panchayat Within Sainthia Dev.Block Under Birbhum District From Flow Of Fund-CFC 25-26(TIED Grant)& (untied Grant)2ND INSTALL Vide Memo no- 402 /SGP/25-26(Dt-28/01/26) TO 406/SGP/25-26 DT-28/01/26.Information to bidders:-For Details Contact the office of the undersigned during the office hours with in scheduled period of time
Sd/- Prodhan
Sangra Gram Panchayet

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 2(Two) Schemes of 15TH FC Tied vide NIT No-10/GGP/25-26 DATED.28.01.2026
Bid Closes: 04.02.2026
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/- Prodhan, Gohaliara Gram Panchayet

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লাঘোষা ও মোরদিঘী সংসদে যথাক্রমে একটি কংক্রীট ড্রেন, কংক্রীটরাস্তা নির্মাণ ও নলকূপ যন্ত্রাংশ খরিদের জন্য 15th CFC Fund হইতে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং যথাক্রমে 14/HGP/ 2025-26 ও 15/HGP/25-26 যার মোট টেন্ডার মূল্য 982718.00/-
আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য- **https//wbtenders.gov.in** এবং অফিসের নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 44/WS/ Eng/25 Dt. 02-09-25
Bid Submission period: 09.02.26 instead of 28.01.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE, Asansol Municipal Corporation

Office of the LAKSHYA-II GRAM PANCHAYET
Kalikakundu, Mahishadal, Purba Medinipur,
NIT No- 15/LAK-II/15th FC (Tied)/ 2025-2026
NOTICE INVITING e-TENDER
For and on behalf of the Pradhan, Lakshya-II Gram Panchayat invites sealed percentage rate tender from bonafide outsiders having Digital Signature Certificate (DSC) by two cover system for e-Tender **No-15/LAK-II/15th FC (Tied)/2025-26. Date- 27/01/2026** in website: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan, Lakshya-II Gram Panchayat, Mahishadal, Purba Medinipur

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **10/En/15TH/ RAM-I/ 2025-2026, & 11/En/15TH/ RAM- I/2025-2026** With Vide Memo No. **06(14)/ RAM-I GP & 07(14)/RAM-I GP, dated: -27-01-2026,** The Last date for online submission of tender is **10-02-2026 upto 02.00 P.M.** For details, please visit website:- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/ Prodhan, Rampara-II Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3447, Dt. 28/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Reference No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-125/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **05/02/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary, Chairman, Kanchrapara Municipality**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3445, Dt. 28/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Reference No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-124/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **05/02/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary, Chairman, Kanchrapara Municipality**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3280, Dt. 17/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Reference No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-123/25-26/SL-1 to 12,** Last Date of Bid Submission **05/02/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary, Chairman, Kanchrapara Municipality**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3436, Dt. 28/01/2026** for Construction of Toilet Block at Different School under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_994935_1 to 4,** Last Date of Bid Submission **16/02/2026 at 11.55 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary, Chairman, Kanchrapara Municipality**

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ডে. সিএমই/প্ল্যান্ট -চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অন লাইন (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন- ক্রম নং ১. ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : টেন্ডার নং ''০৫-জিকেপি-এমডব্লুএস- ২০২৫-২৬'' ''০২ বছরের জন্য গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ক্যালিব্রেশন অব ডিফারেন্ট টাইপ মেজারিং এবং মনিটরিং ইকুইপমেন্ট । আনুমানিক মূল্য (টাকায়) ২১৪৬৬০২.৪৬, বায়না জমা (টাকায়) : ৪২৯০০.০০। টেন্ডার নথি মূল্য -নেই। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২০.০২.২০২৬ তারিখ বেলা ১১ টা পর্যন্ত, চুক্তির মেয়াদ : ২৪ মাস।
উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত ভারতীয় রেলওয়ে ওয়েবসাইট **"http://www.ireps.gov.in"** তেও পাওয়া যাবে।''
ডে. সিএমই/প্ল্যান্ট মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরক্ষপুর
CPRO/Mech-131
কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Repair and Renovation of Electrical Installation, Air conditioners, Sub-Station, Fire detection system of Madinat-ul-Hujjaj campus at New Town, Rajarhat, Kolkata-700160 in connection with Haj Operation 2026, Servicing and repairing of ductable Air conditioning System". **Tender No: WBPWD/AE/BESD-I/e- NIQ-21/25-26 & e-Tender ID No. 2026 WBPWD_995781_1.** Document Download Closing Date: **06.02.2026 up to 15.00 Hrs.** This is to be noted that a corrigendum regarding closing date has been may published. Details downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- Assistant Engineer, PWD, Bidhannagr Electrical Sub-Division-I

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 17 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/240/BM/2025-26/APAS(2nd.Call) Date: 29.01.2026 Tender ID: 2026_MAD_5010249_1, 2026_MAD_5010249_2, 2026_MAD_5010249_3,
Bid Submission Start date- **29.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman, Bongaon Municipality.**

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in Ward No. - 10 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/149/BM/2025-26/APAS(3nd.Call) Date: 29.01.2026 Tender ID: 2026_MAD_5010210_1, 2026_MAD_5010210_2, 2026_MAD_5010210_3,
Bid Submission Start date- **29.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman, Bongaon Municipality.**

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 10 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/154/BM/2025-26/APAS(3nd.Call) Date: 29.01.2026 Tender ID: 2026_MAD_5010237_1, 2026_MAD_5010237_2, 2026_MAD_5010237_3, 2026_MAD_5010237_4, 2026_MAD_5010237_5, 2026_MAD_5010237_6,
Bid Submission Start date- **29.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman, Bongaon Municipality.**

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/150/BM/2025-26/APAS(3nd.Call) Date: 29.01.2026 Tender ID: 2026_MAD_5010221_1, 2026_MAD_5010221_2, 2026_MAD_5010221_3, 2026_MAD_5010221_4, 2026_MAD_5010221_5, 2026_MAD_5010221_6,
Bid Submission Start date- **29.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman, Bongaon Municipality.**

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY BOLPUR:BIRBHUM
NOTICE INVITING e-QUOTATION NO: WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund /NIQ-06/2025-2026, Memo No.-4189/ PWD/BM/2025-2026 Dated. 28.01.2026
Number of Work:-5 (Five) Sl. No. 1-5 Supply of Equipment and other essential Goods for Electrical works under Bolpur Municipality (Phase-1-5) in Bolpur Municipality.
NOTICE INVITING e -QUOTATION NO: WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Fund /N.I.Q- 07/2025-2026 Memo No.- 4190/PWD/BM/2025-2026 Dated. 28.01.2026
Number of Work:-5 (Five) Sl. No. 1-5 Supply 1 No of Trailer Mounted 2 chamber Mobile Bio- Toilet Van under Bolpur Municipality. (Phase 1-5)
Last Date-of Submission 10.02.2026 at 11:00 AM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Bolpur Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-74/25-26 Dated 29.01.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_995507_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_995535_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2071/25-26 Dated 29.01.2026	Upgradation of Road from Baguipara Barttala Auto Stand to Chanditala Rail Line in Ward No. - 14 & 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 34,02,805.00

Bid Submission end date: **16.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/656/25-26/2nd Call Dated 28.01.2026	Interlocking designer concrete paver block from Baikuntha Pur More to Mtri Mandir House & Upgradation of Bituminous Road beside Hatuipara Pond and Kadamtala more & Brick Wall from Hatuipara pond to Nabin Sangha Club & Kadamtala more at Vivekananda Road in Ward No. 14 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 26,78,864.00

Bid Submission end date: **14.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Re E-TENDER & E-TENDER INVITING NOTICE
Re-Electronic Tenders & Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for development works vide **e-NIT No. -18, Sl. No.-2,3,4-2nd Call,** Published date: **28/01/2026.** Date of Closing : **07/02/2026.** Date of Opening: **09.02.2026 & e-NIT No. -19, Sl. No.- 1& 2-1st Call,** Published date: **29/01/2026.** Date of Closing : **14/02/2026.** Date of Opening: **16.02.2026.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Prodhan, Nischinda Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Re E-TENDER INVITING NOTICE
Re-Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for development works vide **e-NIT No. -14, Sl. No.-2-6 and 8_3rd Call,** Published date: **29/01/2026.** Date of Closing : **09/02/2026.** Date of Opening: **11.02.2026.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Prodhan, Nischinda Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2005/25-26/2nd Call Dated 28.01.2026	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Sudhangshu Shekar Mandal to H/O Sannashi Mandal in Ward No. - 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-234, (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,51,062.00
WBMAD/ULB/RSM/2014/25-26/2nd Call Dated 28.01.2026	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 3/195) from H/o Subrata Basu to H/o Uttam Nandi at Booth No.-195 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,88,860.00

Bid Submission end date: **07.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 357(3rd Call))/25-26, NIeT-396(2nd Call)25-26 along with NIeT 521 to 527/2025-2026, Dated- 28-01-2026 and 29-01-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electricall works at Mursidabad, Dakshin Dinajpur, North 24 PGS, Nadia and South 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **29-01-2026 after 6.00 pm.** Bid submission end date- **13-02-2026 and 18-02-2026 upto 3.00 pm and 11.30 am.**
Date: 29.01.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং : কম/পাব/এইচডব্লুএইচ/২৫/৬০, তারিখ ২৭.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম ভবন (৫ম তল), হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিসনে ট্রেন নং ২২৩০১/২২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে অনবোর্ড ফ্রি লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন বিতরণের চুক্তি প্রদান করতে ই-অকশন আহ্বান করছেন। **ক্যাটালগ নং : পাব-এইচডব্লুএইচ-২৫-৬০। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ১১.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা **সিকোয়েন্স নং, লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপ: **এএ/১,** এমএমএস-মোবজেন-১৭৪৪০৭-১-২৬-১ (মিস-মোবাইল-সার্ভিসেজ - মোবাইল জেনারেল), ৩ বছরের জন্য ট্রেন নং ২২৩০১/২২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে অনবোর্ড ফ্রি লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন বিতরণের চুক্তি প্রদান। (HWH-567/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Engagement of an agency for maintaining all Vehicle related up to date documentation of DMCs own Vehicles.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-89/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_995166_1
2) Name of the Work: Hire of Excavator Machine (Model- 200) for 1 (One) year (Hourly Rate Contract) under DMC and Hire of Excavator Machine (Model- 140) for 1 (One) year (Hourly Rate Contract) under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-88/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_995332_1
Last Date : 12th February 2026, up to 02:00 pm
3) Name of the Work: Annual Maintenance Contract for Three Nos. Back Hoe Loader (Two Nos. Mahindra Earth Master Bearing Reg. No. WB 40AW 4222 & WB 40AW 4181 and One No. JCB 3DX Bearing Reg. No. WB39B 0791) under Durgapur Municipal Corporation for One year.
e-Tender No. : DMC/AUTO/E-EOI-82/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_995156_1
4) Name of the Work: Annual Repairing of TATA Sumo Ambulance (2 No. Vehicles) under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-44/25-26 (4th Call)
Tender ID : 2026_MAD_995320_1
Last Date : 06th February 2026, up to 06:00 pm
5) Name of the Work: Construction of Concrete Road, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-280/25-26
Tender ID : 2026_MAD_995878_1 • Estimated Amount : 13,65,834/-
6) Name of the Work: Alternative Source of Drinking Water by installation of Submersible Pump through Rig Boring System & Laying of 90mm Dia (OD) HDPE Pipe Line at Durgapur Open Correctional Home, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-150/25-26
Tender ID : 2026_MAD_995929_1 • Estimated Amount : 11,68,309/-
Last Date : 13th February 2026, up to 05:00 pm For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

অপারেশন সিন্দুরের পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণতন্ত্রের প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদকে উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট সফল

‘বর্ডার-২’

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

গত বেশ কয়েক দশক ধরে ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার বর্ষ পালনেই হোক বা ২৩শে জানুয়ারী দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে অথবা ২৬শে জানুয়ারির সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে,দেশের মহান ঐতিহ্যময় তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে,যে হিন্দি গানগুলি মাইক বা সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে বেজে ওঠে - লতা মঙ্গেশকরের কালজয়ী ‘অ্যায় মেরে বতন কে লোগোখজারা আঁখ মে ভর লো পানি’ বা ‘সন্দেশে আতি হে, হমে তড়পাতি হেখ. ঘর কব আওগে’ যেন শরীরে শিহরণ জাগিয়ে তোলে। এই গানগুলি শুনে দেশাত্মবোধের আবেশে ভেসে যাননি এরকম ভারতীয় বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। ‘সন্দেশে আতি হেখঘর কব আওগে’ নস্টালজিক গানটি ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত ঐতিহাসিক বর্ডার সিনেমার গান,যা এতটাই জনপ্রিয় যে আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। মাত্র কয়েক মাস আগেই ঘটে গেছে পহেলগাঁও এর চরম নৃশংস গণহত্যার প্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ‘অপারেশন সিন্দুর’ সমগ্র দেশকে দলমত নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। ঠিক এইরকম একটি আবহে হয়তো বা সেই বর্ডার ছবিটির জনপ্রিয়তার কথা ভেবেই প্রায় ২৮ বছর পর পরিচালক অনুরাগ সিংয়ের পরিচালনায় গত ২৩ শে জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে ১৯৯৭ সালের সেই জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ছায়াছবিটির একটি সিক্যুয়েল বর্ডার-২। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার, জেপি দত্ত এবং নিধি দত্ত। এই ছবিতেও নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রয়াত ‘ধর্মেন্দ্রজীর ছেলে’ সানি দেওল। হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবেই সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন টিম বর্ডার-২। সিনেমার পর্দায় কলাকুশলীদের নাম ভেসে ওঠার মুহূর্তে, অভিনেতা সানি দেওল এর নামের ক্ষেত্রে অভিনব ভাবে ‘ধর্মেন্দ্রজীর ছেলে’ এই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এই ছবিটিও ১৯৭১ সালে ঘটে যাওয়া ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত হলেও, গল্প এবং চিত্রনাট্যের গড়ন অনেকটাই ভিন্ন। ছবিটির প্রায় প্রথমার্ধ জুড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে কর্মরত ফৌজিদের ব্যক্তিগত জীবনের গল্পগুলি খুব সুন্দর ভাবে চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে। ছবিতে দেখানো হয়েছে রণাঙ্গনে যুদ্ধে রত ফৌজিদের পরিবারের স্বজনরাও কিভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ এর ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পটভূমিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগের (স্থল-জল-বায়ু) যৌথ পরাক্রম এই ছবির প্রধান উপভোগ্য বিষয়। ঐতিহাসিক এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন সুমিত অরোরা এবং অনুরাগ সিং। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিখ রেজিমেন্টের একজন ফৌজি অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফতেহ সিং এর চরিত্রে, সানি দেওল প্রায় ২৮ বছর আগে তৈরি হওয়া ‘বর্ডার’ ছবিটিতে যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক যেন সেখান থেকেই আবারও শুরু করলেন। প্রায় ৬৮ বছর বয়সেও সেই একই পরাক্রম, মাল্টিপ্লেক্স কাঁপিয়ে বলিষ্ঠ এক ভারতীয় ফৌজির সিংহনাদের মত হুংকার এই ছবিতে ফিরিয়ে আনলেন। মুহুর্মুহু করতালি এবং উল্লাসের মধ্য দিয়ে দর্শকেরা সানি দেওলের এই ফৌজি কর্নেল ফতেহ সিং চরিত্রটি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সমর্থন জানালেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফতেহ সিং এর সংলাপের বাংলা তর্জমা করলে হয়- ‘ফৌজির জন্য বর্ডার বা সীমারেখা শুধুমাত্র নকশায় আঁকা একটি রেখা নয়, বরং একটি প্রতিজ্ঞা তার দেশের প্রতি,যেখানে ফৌজি দাঁড়িয়ে থাকবে তার আগে কেউ যাবে না, কোন শত্রু নয়, তার গোলাগুলি নয়, তার কোন উদ্দেশ্যও নয়, আর আজ যা কিছু হয়ে যাক আমরা এই প্রতিজ্ঞা ভাঙতে দেব না’। তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতে এই ছবিতে রয়েছেন বরুণ ধাওয়ান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গ্রেনেডিয়ার্স রেজিমেন্টের একজন ফৌজি অফিসার মেজর হোশিয়ার সিং দাহিয়ার চরিত্রে তার অসাধারণ অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কাটতে বাধ্য। ভারতীয় বায়ুসেনার এক অফিসার নির্মলজিৎ সিং সেখোর চরিত্রে দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং ভারতীয় নৌসেনার অফিসার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম. এস. রাওয়াত এর চরিত্রে আহান শেঠি তাদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এ ছবির দর্শকদের মন জিতে নিয়েছেন। এছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, মেধা রানা, আনিয়া সিং এবং আরও অনেকে। বিশেষ উপস্থিতিতে কয়েকটি চরিত্রে রয়েছেন ১৯৯৭ সালে তৈরি হওয়া বর্ডার ছবিটির অভিনেতা সুনীল শেঠি, পুনীত ইশার, অক্ষয় খান্না এবং সুদেশ বেরি। পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড,পুনের জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমিতে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই ছবির দৃশ্যগুলি চিত্রায়িত হয়েছে। চিত্রগ্রহণের কাজটি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন চিত্র গ্রাহক অংশুল চৌবে। টি সিরিজ ফিল্মস এবং জে পি ফিল্মসের যৌথ ব্যানারে ছবিটি দেশজুড়ে মুক্তি পেয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিখ রেজিমেন্টের একজন ফৌজি অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফতেহ সিং এর চরিত্রে, সানি দেওল প্রায় ২৮ বছর আগে তৈরি হওয়া ‘বর্ডার’ ছবিটিতে যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক যেন সেখান থেকেই আবারও শুরু করলেন। প্রায় ৬৮ বছর বয়সেও সেই একই পরাক্রম, মাল্টিপ্লেক্স কাঁপিয়ে বলিষ্ঠ এক ভারতীয় ফৌজির সিংহনাদের মত হুংকার এই ছবিতে ফিরিয়ে আনলেন।

এই ছবির বলিষ্ঠ সংলাপ গুলি অবশ্যই দর্শকদের শিহরিত করবে এবং দেশাত্মবোধে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যদিও পাকিস্তান বিরোধী সংলাপ সম্বলিত হওয়ার দরুন বিশ্বের সব দেশে এই ছবি মুক্তি পায়নি। তা সত্ত্বেও ২৩শে জানুয়ারি মুক্তির দিন থেকে শুরু করে কয়েকটা দিনে ‘বর্ডার-২’ ভারতবর্ষের অন্যতম সফল মুভি হিসাবে বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে। বহুল ব্যয়ে নির্মিত এই ছবিটির আবহ সংগীত করেছেন জন স্টুয়ার্ট এডুরি, ছবিটির সকল গানগুলি ও অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বিশেষ করে সেই নস্টালজিক ‘ঘর কব আওগে’ গানটি আবার নতুন করে নতুন ভাবে অনু মালিকের সুরে- সনু নিগম, রূপ কুমার রাঠোর, অরিজিৎ সিং, বিশাল মিশ্রা এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ কণ্ঠে বেজে উঠে এক অকৃত্রিম দেশাত্মবোধের আবেশ সৃষ্টি করেছে।

নন্দনে পুরস্কৃত নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত ‘স্বপ্নের রংমশাল’

সম্প্রতি নন্দনে অনুষ্ঠিত আট দিন ব্যাপী সিনেমাথেক কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হল নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত ‘স্বপ্নের রংমশাল’ ফিল্মটি। আট দিন ব্যাপী এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত ৯২টি ফিল্মের মধ্যে থেকে সেরা তিনটি ফিল্ম ও দুটি ডকুমেন্টারি ফিল্মকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃত হয়ে নির্মাল্য বিশ্বাস পেলেন স্মারক, মানপত্র এবং নগদ অর্থ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনেমাথেকের ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর অজয় সেনগুপ্ত, জেনারেল সেক্রেটারি সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য, চিত্রপরিচালক রেশমি মিত্র। পরিচালক নির্মাল্য বিশ্বাস জানালেন, ‘শিশু ও কিশোর উপযোগী এই ফিল্মটির অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রথমবার ক্যামেরা সামনে অভিনয় করলেন। এক বছরের মধ্যেই ফিল্মটি কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ইন্দো বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, চালচিত্র ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, দ্য গোল্ডেন টাইম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সহ একাধিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছে।’ ফিল্মটিতে অভিনয়ে করেছেন চার শিশু শিল্পী মণিকুন্তল দে, আদৃত মজুমদার, আর্যনীল রায় চৌধুরী ও নামিশা দাস। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদেষ্ণা দে, কুন্তল দে। ফিল্মটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় ছিলেন সুবীর মন্ডল এবং সৃজনশীল পরিচালনায় ঋষি ভট্টাচার্য।

৮০ জন বিশেষ সক্ষম শিল্পীর অনবদ্য অভিনয়

বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র ‘One Little Finger’ দিচ্ছে মানবিকতার পাঠ

রূপোলি পর্দায় হাজারো ছবির ভিড়ে কিছু ছবি শুধু গল্প বলে না, পথ দেখায়। তেমনই এক অনন্য এবং অনুপ্রেরণামূলক চলচ্চিত্র হলো ‘One Little Finger’। প্রখ্যাত পরিচালক ড. রূপম শর্মার নির্দেশনায় এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ৮০ জনেরও বেশি বিশেষভাবে সক্ষম শিশু ও তরুণ। এটি কোনো কাল্পনিক কাহিনী নয়, বরং তাঁদের বাস্তব জীবনের লড়াই ও অভিজ্ঞতার এক জীবন্ত দলিল।ছবির মূল উপজীব্য হলো;শারীরিক বা মানসিকভাবে কেউ পিছিয়ে থাকলেও তাঁর ভেতরে সুপ্ত থাকে এক অসাধারণ শক্তি। ড. রূপম শর্মা তাঁর এই সৃষ্টির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সীমাবদ্ধতা মানুষের শরীরে থাকে না, থাকে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সংগীত এবং মিউজিক থেরাপির জাদুকরী ছোঁয়ায় কীভাবে এই মানুষগুলোর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায় এবং তাঁদের মানবাধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা-ই এই ছবির মূল উপজীব্য।ইতিমধ্যেই এই চলচ্চিত্রটি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ৩০টিরও বেশি পুরস্কার জয় করে নিয়েছে। সমালোচকদের মতে, ‘One Little Finger’ কেবল একটি সিনেমা নয়, এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন। সংগীতের মূর্ছনায় প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার এই লড়াই দর্শকদের যেমন আবেগপ্রবণ করে, তেমনই সমাজকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী জীজা, যিনি সেরিব্রাল পালসি নিয়ে জীবনযাপন করছেন, অনুরূপ একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছেন;জোনাথন স্টডার্ড, মালয়া গোস্বামী, জয়া শীল ঘোষ, পবিত্রা রাভা, সৌমিলী ঘোষ বিশ্বাস, সিদ্ধার্থ মুখার্জি, অলকানন্দা রায়, কুশল চক্রবর্তী, বিপ্লব ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী,সিদ্ধার্থ মুখার্জি প্রমুখ।

রম-কম ঘরানার সাথে অতিনাটকীয়তার সংমিশ্রণে উপস্থাপিত

নারী চরিত্র বেজায় জটিল

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

কথায় আছে নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করা নাকি পৃথিবীর সব থেকে কঠিনতম কাজ কারণ এদের মনের ভেতরটা গোলক ধাঁধার থেকেও বেশি জটিল। নানা আঙ্গিকে নারীদের নানান রূপ পাওয়া যায়। সুতরাং একজন নারীকে বোঝা ভীষণ দুষ্কর। সম্প্রতি এই বার্তার ওপরেই নির্ভর করে মুক্তি পেয়েছে সুমিত এবং সাহিল এর যৌথ পরিচালনায় নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ ছবিটি। সিনেমার গল্পটি হাস্যরস মিশ্রিত প্লট আশ্রিত প্রেমের সিনেমা যাকে বলে রোমান্টিক কমেডি । এই সিনেমাটি কৌতুক এবং হাস্যরসে ভরপুর একটি ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট সিনেমা যা দর্শকদের মনোগ্রাহী হয়েছে।। এক কথায় বলা যায় বলাই সিনেমাটি নারী চরিত্র কে বোধগম্য করা নিয়ে একটি কৌতুক পূর্ণ ছবি। ছবিটি ‘হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট’ সিনেমার ছায়া অবলম্বনে নির্মিত এবং সিনেমার কিছু সাদৃশ্য রয়েছে এই বাংলা ছবিটির প্রত্যেকটি ঘটনাসমূহের সাথে। ছবিতে অভিনয় করেছেন অঙ্কুশ ঐন্দ্রিলা, সোহিনী সেনগুপ্ত, সোহাগ সেন, ঈপ্সিতা মুখার্জী প্রমুখ। ছবিটির নায়ক ঝন্টু অর্থাৎ অঙ্কুশ হাজরা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা পরিচালনা করে এবং তার মধ্যে আচম্বীতেই একটি অস্বাভাবিক ক্ষমতা আসে যেটা হলো বাহ্যিক দিক থেকে একটি নারীকে দর্শন করেই নারীটির চরিত্র এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা। ঠিক যেমন ‘হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট’ ছবির প্রোটাগোনিস্ট মেল গিবসন নারী চরিত্র বুঝে ফেলার অত্যাশ্চর্য শক্তি পেয়েছিলেন। ঝন্টু এই ক্ষমতা দিয়ে তার মা, বোন এবং প্রেমিকার হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হয় এবং সে বুঝতে পারে তাদের অর্থাৎ নারীর মানসিক অবস্থার এবং মানসিক স্থিতিশীলতার বিষয়টা। যে বাড়িতে ঝন্টু তার মা, বোন ও ঠাকুমাকে নিয়ে থাকত ওই বাড়িতেই ভাড়া থাকে আরেকটি মেয়ে যার নাম আঁখি। আঁখির প্রতি দুর্বলতা থাকলেও তার অন্তরের অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা ঝন্টুর ক্ষেত্রে ছিল একেবারেই শূন্য। হঠাৎ একদিন সপাটে মা কালীর থেকে চড় খেয়ে ঝন্টু নারীর অন্তরের কথা পড়ে ফেলার অস্বাভাবিক শক্তি পায়। এরপর নানান ঘাত প্রতিঘাত ও বিচিত্র ঘটনা সমূহ পেরিয়ে ছবির গল্প অগ্রসর হয় ক্লাইম্যাক্সের দিকে।

অঙ্কুশের পারফরমেন্স এই ছবিতে দুর্দান্ত। তার অভিনয় হাসির উদ্রেক তো ঘটিয়েছেই , তার সাথে তুলে ধরেছে তার বাস্তবোচিত অভিনয়টা যা সত্যিই প্রশংসনীয়। আঁখির চরিত্রে ঐন্দ্রিলার অভিনয় যথেষ্ট নজরকাড়া। প্রবীণ অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্তের অভিনয় বেশ অনবদ্য। এক্সপ্রেশন এবং কথোপকথনের মাধ্যমে কিভাবে চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হয় সেটা সোহিনী সেনগুপ্তর কাছে অনায়াস লব্ধ। ঈপ্সিতা মুখার্জি এবং সোহাগ সেনের অভিনয় মধ্যমানের হলেও তাদের অভিনয়ে একটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে যেটা তাদের নিজস্বী ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে অনায়াসেই সক্ষম হয়েছে।

এছাড়াও এই সিনেমায় দর্শকদের সবথেকে বড় পাওনা ক্যামিও চরিত্রে এভারগ্রিন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অতিস্বল্প অথচ অসামান্য অভিনয়।

এই সিনেমার থিমে পুরুষ কেন্দ্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান, তাদের মনের জটিলতা বা অন্ধকারকে বোঝার এবং তা দূরীকরণের একটি প্রচেষ্টা রয়েছে।

সুমিত ও সাহিল অসাধারন ভাবে একটি সাদামাটা গল্প কে কমেডি এবং অতি নাটকীয়তার ওপর নির্ভর করে সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন এবং তার জন্য এদের দুজনেরই প্রশংসা কাম্য। শ্রীজীবের চিত্রনাট্য খুবই আটোসাটো এবং বাস্তব কেন্দ্রিক এবং এই চিত্রনাট্যের উপর ভিত্তি করে খুব সুন্দরভাবেই এই ছবির গল্পটির সংলাপ বুনন হয়েছে। গল্পের উর্বর প্লটের সাথে বাস্তবঘেসা চিত্রনাট্যের যে মিশেল ঘটেছে তা একেবারে অনন্য এবং অভূতপূর্ব।

এই ছবিটির রোমান্টিক গান গুলি বেশ অনুপম এবং শ্রুতিমধুর। দুর্দান্ত লোকেশনে স্যুট হয়েছে ছবির গানগুলি এবং গানের দৃশ্যগুলি খুবই আকর্ষণীয়। ছবির মাঝে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শিলাজিতের কৌতুক গানটিও বেশ মজাদার এবং হাস্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম। সব মিলিয়ে বলা যায় ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ সিনেমাটি কৌতুক গোত্রের অতি নাটকীয়তা নির্ভর রোমান্টিক ছবি যা সাধারণ কমার্শিয়াল মুভি হিসেবে দর্শকদের কাছে মনঃপুত হয়েছে।

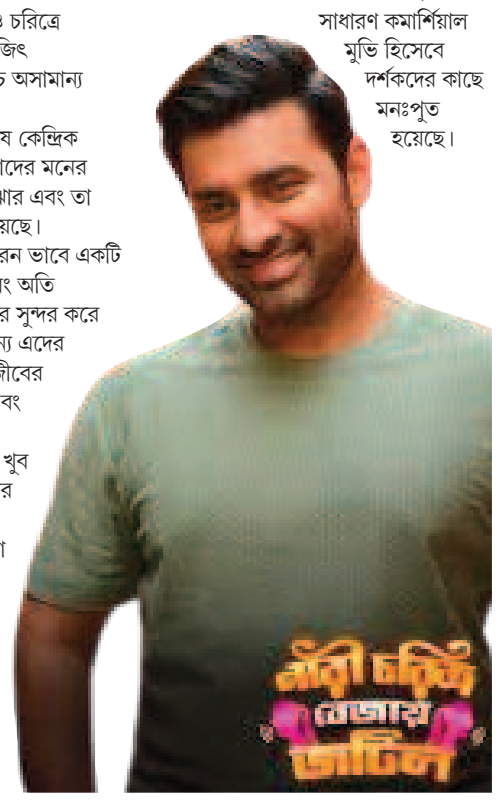

কলকাতায় সাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

উপস্থিত সিনেজগতের একঝাঁক তারকা

কলকাতার রোটারি সদনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল ‘৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’ ২০২৬-এর। বোরোলিন নিবেদিত ও ইভেন্টাইজার আয়োজিত এই উৎসবটি এ বছর পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম চলচ্চিত্র মিলন উৎসবে পরিণত হয়েছিল। ২০ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা এই উৎসবে বিশ্বের ৩৪টিরও বেশি দেশ থেকে আসা ৩৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্রের মধ্য থেকে সেরা সিনেমাগুলোকে সম্মানিত করা হয়।এই উৎসবের শেষ দিনে বসেছিল চাঁদের হাট। চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের জন্য কিংবদন্তি অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে ‘লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়। এছাড়াও টলিউড ডিভা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পরিচালক সৃজিত মুখার্জি, সংগীতশিল্পী বিক্রম ঘোষ, এবং অভিনেত্রী দর্শনা বণিকসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত হন।উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সিনে ব্রিজ নামক একটি অভিনব উদ্যোগ, যা স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে সরাসরি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও বড় প্রযোজনা সংস্থাগুলোর সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি আড্ডামাস ও সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত ‘সিনেমা ও এআই’ সংক্রান্ত সেমিনারগুলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।প্রতিযোগিতা বিভাগে রাশিয়ার ‘Trezor the Dog’ সেরা আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম এবং ‘Ghungur’ সেরা বাংলা শর্ট ফিল্মের শিরোপা জিতেছে। উৎসবের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ও ডিরেক্টর শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তী জানান, শর্ট ফিল্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও নির্মাতাদের সৃজনশীলতাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।